নং. ২০৫৬

বিরহ

(নাটিকা)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আষাঢ়—১৩২৮

মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র

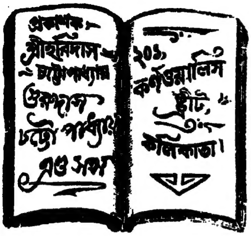
প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

চতুর্থ সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
কালিকা প্রেস,
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

MOHEARY PUBLIC LIBRARY * EST. 188
মহীয়াড়ি
সাধারণপুস্তকালয়
সন ১২৯৩

উৎসর্গ।

কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয় করকমলেষু।

বন্ধুবর!

আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল।

সব বিষয়েরই দুটি দিক আছে—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে! আপনি ও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ বিষাদবেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি—"মন্দঃকবিযশঃপ্রার্থী" হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র! আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু অধিকমাত্রায় দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি অপ্রাকৃত—অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য। স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনা দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও চিমটি কাটিয়া করুণরসের উদ্দীপনা করা

একই শ্রেণীর! হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া হাসানর নাম ভাঁড়ামি, এবং ওগো মাগো করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্যমাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণ গানমাত্রই ন্যাকামি নহে! স্থানবিশেষে উভয়েই উচ্চ সুকুমার কলার বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। আমার এই গ্রন্থে উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রাকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো! তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইলে আমি শ্রম সফল বিবেচনা করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

পাত্র।

(পুরুষ)

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগরে ও কিঞ্চিৎ বিষয়সম্পন্ন পণ্ডিত। বয়স একোনপঞ্চাশৎ, বর্ণ 'হাফ্ আখড়াই' গোছ—'হাফ্' গৌর। শিরোদেশে টাক ও টিকি ; গুম্ফদাড়িবিবর্জ্জিত। চেহারা সুন্দর ;—দীর্ঘ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, চক্ষু দুটি বড় না হইলেও আয়ত ও তীক্ষ্ণ, হাস্যময় ওষ্ঠ, বিভক্ত চিবুক। একহারা ; বিরহের পর একটু 'পায়ে পুরন্ত' হইয়াছিলেন।

ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গোবিন্দের ভায়রাভাই। হুগলি কলেজের উত্তীর্ণ 'গ্রাডুয়েট' (বি, এ,) ও নবনিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বয়স পঞ্চবিংশতি। বর্ণ সুগৌর। সুপুরুষ।

রামকান্ত ওর্ফে বেচারাম ঘোষ—গোবিন্দের ভৃত্য। বেঁটে, কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

গদাধর, পীতাম্বর, বংশীবদন, ছবিওয়ালা, অর্জ্জুন ও নিতাই ইত্যাদি।

[illegible]

(স্ত্রী।)

নির্ম্মলা। গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। বয়স ঊনবিংশতি। বর্ণ শ্যাম। দীর্ঘ অতি স্থূল ও প্রশস্ত দেহ। ক্ষুদ্র ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রশস্তস্থূলাধরা, দীর্ঘকেশী। পায়ে মল পরিতেন ও গায়ে প্রচুরপরিমাণে গহনা পরিতেন।

চপলা। নির্ম্মলার ভগিনী ও ইন্দুভূষণের নবোঢ়া স্ত্রী। অণ্ডার-গ্রাডুয়েট। সুরূপা, কৃশাঙ্গী, গৌরী, দীর্ঘপক্ষ্মনেত্রা, হাস্যময়ক্ষুদ্রোষ্ঠা। কামিজাদি ও জুতা মোজা পরিতেন।

গোলাপী। একটি চাষার কন্যা।

চাঁপা, জুঁই, বেলা, মল্লিকা, দামিনী, যামিনী, প্রমদা ও সারদা ইত্যাদি।

PUBLIC LIB
1956

বিরহ।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—গোবিন্দের বহির্বাটী। কাল—দেড়প্রহর দিবা। ফরাসে বসিয়া গোবিন্দ ও তাঁহার বন্ধুত্রয়—বংশী, গদাধর ও পীতাম্বর আসীন। গোবিন্দের কোলে বাঁয়া, পার্শ্বে ডাহিনে, পীতাম্বরের হস্তে বঙ্গবাসী, গদাধরের হস্তে হুঁকা ও বংশীর মুখে চুরোট।]

গদাধর। তুমি কিন্তু বেশ গোবিন্দ বাবু! তোমার একবারে দেখাই পাবার যো নেই।

বংশী। আমাদেরও ঘরে স্ত্রী আছে। আমরাও একদিন নতুন বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু গোবিন্দ বাবু! তুমি যে রকম বিয়ে করে' চলালে, এ রকম চলানটা কখন চলাই নি। [পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া] কি বল ভায়া?

গোবিন্দ। [সস্মিত মুখে, তবলায় চাঁটি দিতে দিতে] কি রকম?

গদাধর। কি রকম আর! যেমন দেখ্‌ছি। প্রথমতঃ বিয়ে কল্লে তা আমাদের একবার বল্লে না! আমরা কি তোমার স্ত্রীটীকে কেড়ে নিতাম?

বংশী। না, রসগোল্লার মত টপ্ করে’ গালে পূরে দিতাম? [পীতাম্বরকে] কি বল?

গদাধর। তার পর, না হয় না বলে’ কয়ে বিয়েই কল্লে, কিন্তু দার-পরিগ্রহ করে’ যে বন্ধুবর্জ্জন কর্ত্তে হবে, এমন কোন কথা আছে কি? সন্ধ্যের পরে ত দেখা পাবার যো নেই, কিন্তু সকালেও কি বেরোতে নেই?

বংশী। না কেউ ছোট একটা মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, বেরিও না? কি বল পিতু? তুমি যে কথাই কও না হে?

পীতাম্বর। তৃতীয় পক্ষ যে। সেটা যে তোমরা ভুলে যাচ্ছ। এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে বঙ্গবাসী পড়িতেছিলেন। কাগজ রাখিয়া] তার ওপরে আবার শুনেছি, গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষটী ভারি সুন্দরী।

গোবিন্দ। [তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে] সেটা ঠিক শুনেছ,

যেন চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

গদাধর। কি রকম!

গোবিন্দ। [তবলা রাখিয়া] এই তোমরা কেউ অপ্সরা দেখেছ? নিশ্চয়ই দেখনি। সংস্কৃতও বোঝ না।—[চিন্তিত ভাবে] তবে কি রকম করে’ আমার নবোঢ়ার রূপ বর্ণনা করি? [সহসা] সরভাজা খেয়েছ অবিশ্যি?

সকলে। হাঁ হাঁ।

গোবিন্দ। আমার স্ত্রীটীও ঠিক তাই! [আবার নিশ্চিন্ত ভাবে তবলা নিলেন]

পীতাম্বর। বাঃ! সব জলের মত সাফ হয়ে গেল! [বংশী ও গদাধরকে] এখন ওঠ। সরভাজার সঙ্গে রমণীর রূপের তুলনা আজ পর্য্যন্ত কোন কবি করেন নি।

গোবিন্দ। বুঝ্‌লে না? সরভাজা যেমন খেতে, আমার স্ত্রীটী সেই রকম দেখ্‌তে।

গদাধর। তা হোক্, আমরা তা'তে লোভ কচ্চিনে। এখন আজ রাতে কি তোমার দর্শন পাওয়া যাবে?

বংশী। না রূপসী, বিদুষী, ষোড়শীর অনুমতি চাই। বল না হয় তোমার হয়ে বাড়ীর ভেতর গিয়ে আমরাই সেটা নিয়ে আসি। [সস্মিত মুখে পীতাম্বরের প্রতি চাহিলেন।]

পীতাম্বর। তুমি, যাবে কি যাবে না? একটা ঠিক করে' বলো।

গোবিন্দ। আমার পৃষ্ঠচর্ম্মের প্রতি কিছু মায়া রাখি। যদি আজ রাতে যাই, ত কাল পীঠের চামড়াখান মেরামত কর্ব্বার জন্য একটা জুতো-সেলাইওয়ালা ডাক্‌তে হবে।

পীতাম্বর। তবে যাবে না?

গোবিন্দ। [তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে, মাথা নাড়িয়া] উঁহুঃ, হুকুম নেই। হুকুম পাই ত যাব। আর তোমরা কেন দেরী কর? স্নানাদি কর গে যাও। আর সন্ধ্যাকালে যেখানে যেতে চাও যেও, না খুসী কোরো। আমাকে এখন অন্ততঃ দিন কতকের জন্যে

তোমাদের দল থেকে বাদ দাও। তৃতীয় পক্ষ ত কেউ কর নি,—জান্‌বে কেমন করে’ তার মজাটা ?

পীতাম্বর। তা এতক্ষণ বল্লেই হ’ত। আমি গদাকে বলেছিলাম যে তুমি আস্‌তে পার্ব্বে না, উচ্ছন্ন গিয়েছে; তা এরা তবু ধরে’ বেঁধে নিয়ে এলো।’ চল!

[তিন জনের প্রস্থান।]

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ এরা সব কোত্থেকে শুন্‌লে যে আমার স্ত্রীটী পরমা সুন্দরী? ভাগ্‌গিস কেউ দেখেনি। আমার স্ত্রীটীকেও এসে পর্য্যন্ত কারো বাড়ী পাঠাইনি সেই ভয়ে। গুমর ভাঙ্গা হবে না। স্ত্রীটীকে বিয়ের আগে পাউডার ফাউডার মাখিয়ে, গহনা ফহনা পরিয়ে, জাঁকালো বোম্বাই সাড়ি ফাড়ি জড়িয়ে, একরকম যা হোক দেখিয়েছিল। তার পরে দেখি, ওমা!—যাক্‌, গতানুশোচনায় ফল নেই। এ বৃদ্ধ বয়সে এক রকম হলেই হ’ল। কেবল ভাবি, পৃথিবীতে বিয়েতে পর্য্যন্তও কি ফাঁকি চলে? বাপ্‌! অমন অন্ধকারের মত রংকেও ঘসে’ মেজে আল্‌তা দিয়ে পাউডার মাখিয়ে এক রকম চলনসই করে’ তুলেছিল! বাবা! কালো বলে’ কালো! যা হোক্‌, আমার কালোই ভালো।

[তবলা বায়ার বাদ্যসহকারে গুণ গুণ স্বরে]

কালোরূপে মজেছে এ মন।
ওগো সে যে মিশমিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো অতি নিরুপম।

কাক কালো ভোমরা কালো, আমরা কালো তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো ;
কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ্। ওগো সেই কালো রঙ্।
অমাবস্যার নিশি কালো, কালী কালো, মিশি কালো ;
গদাধরের পিসি কালো ;
কিন্তু তার চেয়েও কালো এ কালো বরণ। ওগো—

[নির্ম্মলার প্রবেশ।]

গোবিন্দ। [তাঁহাকে দেখিয়া, সভয়ে পূর্ব্ববৎ সুর সংযোগে
ওগো সে শ্যামবরণ।

নির্ম্মলা। বেশ! বেশ! এতক্ষণ এয়ারদের সঙ্গে বসে’ বসে’ মাথামুণ্ড ছাইভস্ম বকে’ এখন তাকিয়া ঠেশ দিয়ে, উচু দিকে মুখ করে’, ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছে!

গোবিন্দ। [সকাতরে] গান গাচ্ছি—

নির্ম্মলা। ও! তা বল্‌তে হয়! তা বেশ! বসে’ বসে’ সমস্ত দিনটা গান গাও না। আর এ দিকে আমি সারাটা দিন খেটে খেটে— [illegible]

গোবিন্দ। কাটিটী!—একেবারে জ্যোৎস্নাময়ীর মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্পা! তবে ও অঙ্গলতিকা ‘ক্রব্যাদ্ভির্বিলুপ্তা’ হ’লে, পৃথিবীর বড় ক্ষতি ছিল না।

নির্ম্মলা। তা তুমিই কেবল দেখ মোটা! সে দিন হরের মা বলে’ গেল ‘ওমা এমন কাহিলও হয়েছ মা!’

গোবিন্দ। আর বলে’ বোধ হয়, মণখানেক চাউলও আদায়

করে’ নিয়ে গেল।—তা’ হবে, কি রকম করে’ বুঝ্‌বে বল? তোমার মোটা কি কাহিল হওয়া সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা। ও শরীরে সের দশেক মাংস হলেই বা কি, আর গেলেই বা কি?

নির্ম্মলা। বটে! তা তুমি ত আমায় মোটা দেখবেই। আমি কুৎসিত, আমি মোটা, আমি কালো, তা ত দেখবেই, দেখবেই!

গোবিন্দ। না না, রাম! তাও কি হয়? এরূপ অশাস্ত্রীয় রকম আমি তোমায় দেখতে যাব কেন? তুমি হলে আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—বিশেষতঃ আমার এই বৃদ্ধ [জিব কাটিয়া] প্রৌঢ় অবস্থায়। পথের মাঝখানে ঝড়-ঝাপটায় গোয়ালঘর ও প্রাসাদ। এস প্রিয়ে! তুমি একবার আমার বামপার্শ্বে বস। আমি একবার তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন, তাকে না নিরীক্ষণ করে’ আমার চিত্তরূপ যে চকোর, তাকে চরিতার্থ করি।

[গীত]

[কীর্ত্তন—“এস এস বঁধু এস” সুর।]

এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে রোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি [তোমার জন্যে হে]
তুমি হাতি নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হইয়ে পিঠে চড়ি।
তুমি চিড়ে নও বঁধু তুমি চিড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে [বঁধু হে।]
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়া-খানায় দিতাম রেখে।

নির্ম্মলা। [সরোষে] দেখ, হ’তে পারে যে আমি মুরুখ্খু সুরুখ্খু

মানুষ। কিন্তু যেমন কোরেই বল, আর সুরেই বল বা বেসুরেই বল, গা'ল দিলে সেটা বুঝ্‌তে পারি। আর তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমার গালগুলো খুব সংস্কৃত না হলেও খুব লাগসই—

গোবিন্দ। তা আর ব'লে। একবারে মর্ম্মস্পর্শী! কালিদাসের উপমা কোথায় লাগে! শ্রীহর্ষের পদলালিত্য তার কাছে লজ্জা পায়। ভারবির রচনাও তার সঙ্গে তুলনায় অর্থহীন ঠেকে। [সহাস্যানুনয়ে নির্ম্মলার করধারণ করিয়া] প্রিয়ে! আমায় একটা গাল দাও না, আমি শুনে ধন্য হই! নীরব রৈলে কেন! প্রাণেশ্বরি!

নির্ম্মলা। অকর্ম্মার ঢিবি, হাবাতে, হতচ্ছাড়া মিন্সে!

গোবিন্দ। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, শ্লথ হস্তপদ সহকারে] বাঃ বাঃ কি মধুর? কি গভীর অর্থপূর্ণ! কি প্রেমময় সম্ভাষণ? বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা! [শ্লথভাবে অবস্থিত]

নির্ম্মলা। [তাঁহাকে ক্ষণেক দেখিয়া] সং! [মুখ বক্র করিলেন] নাও, এখন রঙ্গ রাখো। ও পোড়ার মুখে দুটো ভাত গুঁজতে হবে? না, হবে না? কি কথা নেই যে? বলি ও ডেকরা অলপ্পেয়ে!

গোবিন্দ। [জিহ্বা দ্বারা কথার রসাস্বাদন করিয়া] আহা! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক! যার ঘরে এরূপ স্ত্রী, তার আর কিসের অভাব?

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ

কি মিঠে আওয়াজ! যেন কর্ণে শত বেণুবীণামুরজমন্দিরা বাজিয়ে দিয়ে গেল গা! যার কথা এত মিঠে, সে নিজে না

জানি কি মিষ্টি! যেন সরপুরিয়া! প্রিয়ে শোন—এ—একবার আমার এ—এই কানটা মলে দাও ত, সর্ব্ব শরীর শীতল হোক্!)

[গীত]

(রামপ্রসাদী সুর।)

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে।
মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গহনাগুলি মিষ্টি চুড়ির ঠুনঠুনিটে;
যদিও সে,—গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে স্বামীর ভিটে।

নির্ম্মলা। গয়না দিয়ে ত আর রাখলে না, তাই হাতে ক'গাছি সোণার চুড়ি বৈ আর কিছু নেই। ও পাড়ার বিধুর বৌর কত গয়না। তা তার স্বামী ভাল বাসে', দেবে না কেন?

গোবিন্দ। [গীত]

প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে;
আর সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে;

নির্ম্মলা। যত বুড়ো হচ্চেন তত রঙ্গ বাড়্‌ছে! [পৃষ্ঠে ছোট একটি কীল প্রদান।]

গোবিন্দ। [গীত]

আহা—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে।

নির্ম্মলা। [গোবিন্দের পৃষ্ঠে চড়] মরণ আর কি?

গোবিন্দ। [গীত]

আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি আহা যেন পুলিপিটে।

নির্ম্মলা। বটে! তবে দেখি এইটে কি রকম [কামুটী প্রদান]

গোবিন্দ। [গীত]

আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কান্মুটিটে ;
মধুর—সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—আহা যখন পড়ে পীঠে।

নির্ম্মলা। তবে হবে না কি একবার? বড় পীঠ সুড়সুড় কচ্ছে। তবে বাড়ুনটা আস্তে হল। [প্রস্থান।

গোবিন্দ। না না, কর কি? এঃ—আজ রসিকতাটা একটু বেশী দূর গড়ায় দেখ্‌ছি।—এই যে! সত্যি সত্যি একগাছ বাড়ুন নিয়ে আসে দেখ্‌ছি।

[বাড়ুন হস্তে নির্ম্মলার পুনঃপ্রবেশ]

গোবিন্দ। না না, তামাসা রাখো! ছিঃ! ও কি! [বাড়ুন ধরিতে উদ্যত]

নির্ম্মলা। কেন?—"মিষ্টি সব চেয়ে তার এইটে" না?

গোবিন্দ। কথাতে কথাতে চল্‌ছিল বেশ। কথাটা সব সময় কাজে পরিণত করা কি ভালো? এই ধর তুমি যখন বল,—আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্ব, আমি কি অমনি ছুটে গিয়ে তোমাকে খুব মজবুত এক গাছ দড়ি এনে দেব?

নির্ম্মলা। তা বলা তোমার বড় আশ্চয্যি নয়। তোমার মনের কথাও তাই। আমি মলেই ত তুমি বাঁচ।

গোবিন্দ। আহা! তাও কি হয়? প্রাণেশ্বরি তা'লে আমায় ভাত রেঁধে দেবে কে?

নির্ম্মলা। বটে! আমি তোমার রাঁধুনি বাম্‌নী কি না? কাল থেকে কোন্ শালী আর রান্নাঘরে ঢোকে—

গোবিন্দ। আহা। চট কেন? বলি, রন্ধন কার্য্যটা ত মন্দ নয়। দ্রৌপদী যে দ্রৌপদী, তিনি স্বয়ং রাঁধ্‌তেন। নল রাজা ইচ্ছে কল্লে এক জন প্রসিদ্ধ বাবুর্চি হতে পাত্তেন। সীতা রাঁধতে জান্তেন না, কাজেই রাম তাঁরে নিয়ে কি কর্ব্বেন ভেবে চিন্তে না পেয়ে, তাঁকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। (আমি ত মেয়েদের চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতনৈপুণ্য ইত্যাদির চেয়ে রন্ধনপটুতা ভালোবাসি। এমন রসনা-তৃপ্তিকর, উদরস্নিগ্ধকারী, চিত্তরঞ্জক কার্য্য আর আছে?)

নির্ম্মলা। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানা শুন্তে চাইনে। কাল থেকে তুমি নিজে রেঁধে খেও। "ভাত রেঁধে দেবে কে!" বটে! এক নিষ্কর্ম্মার সেরা, কুঁড়ের সর্দ্দার, ষাট বছরের বুড়ো—

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম্ম! আমার বয়স এখনও ৫০ পেরোই নি।

নির্ম্মলা। এক চুল-পাকা, গাল-তোবড়ান, কলপ-দেওয়া, পচা, আম্‌সির মত চিম্‌সে, মান্ধাতার আমলের পুরোণো,—

গোবিন্দ। এত পুরোণো তবু ত হজম কর্ত্তে পাচ্ছ না; নতুন হলে, বোধ হয় উদরাময় হতো। আর এই বুড়ো পুরোণো নইলে তোমাকেই বা আর কোন্ এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিয়ে কর্ত্তে আস্‌বে বল? অমন নধর, নিটোল, বার্ণিশ করা—

নির্ম্মলা। ফের! তোমার কপালে আজ এটা নিতান্তই আছে দেখ্‌ছি [বাড়ুন কুড়াইয়া প্রহার , তবে এই—এই এই—এই [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

গোবিন্দ। ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে গো! [চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার।]

[গোবিন্দের ভগিনী চিন্তা ও ভৃত্য রামকান্তের প্রবেশ]

উভয়ে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

গোবিন্দ। [চিন্তাকে সকাতরে] আমাকে মাচ্চে। [উঠিয়া বসিলেন]

রাম। তাই ত, মা মাঠাকরুণ যে বাবুর পীঠে আর কিছু রাখেনি ক। মেরে পোস্তা উড়িয়া দিয়েছে।

চিন্তা। হ্যাঁ লা বউ ! এই দুপুর বেলা দাদাকে মাচ্ছিস্ কেন ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা কর ত এই অসময়ে—

নির্ম্মলা। বেশ করেছি মেরেছি। তোমার তাতে কি ? আমার স্বামীকে আমি মেরেছি, তোমার ত স্বামী নয়।

গোবিন্দ। আঁা—তা বেশ করেছে, ওর স্বামীকে ও মেরেছে।

রাম। আহা পীঠের হাড়গোড় চুরমার ক'রে দিয়েছে গা !

চিন্তা। [নির্ম্মলাকে] দুপুর বেলা শুধু শুধু মার্কি ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ এই দ্বিপ্রহরে কোথায় স্নানাদি করে', একটু বিশ্রামাদি কর্ব্ব না—

নির্ম্মলা। ও যদি আমার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

গোবিন্দ। বটেই ত ! আমি যদি আমার স্ত্রীর হাতে মার খেতে ভালবাসি। চিন্তাকে] তোমার তাতে কি ?

রাম। আহা হা পীঠটা—[চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ]

চিন্তা। [সহাস্যে] তুমি মার খেতে ভালবাস ! তবে এখনই চেঁচাচ্ছিলে কেন ? তুমি সারাটা দিন পড়ে' পড়ে' মার খাও না, আমার

কি ? এই নাও বৌ বাকারিটা নাও, খুব সাধ মিটিয়ে মারো। [একগাছ বাকারি ভূমি হইতে তুলিয়া প্রদান]

নির্ম্মলা। আমি মার্ব্ব না। তোমার কথায় আমার স্বামীকে আমি মার্ব্ব না কি ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, তোমার কথায় মার্ব্বে না কি ? কখন মার্ব্বে না।

চিন্তা। এখনি যে মাচ্ছিলি ?

নির্ম্মলা। আমার যখন খুসী হয় তখন আমি মারি। তোমার যখন খুসী হয়, তখন আমি মারিনে। ও ত তোমার স্বামী নয়, আমার স্বামী।

গোবিন্দ। হ্যাঁ ওরই ত স্বামী।

চিন্তা। [সহাস্যে] বাবা! সম্পত্তি-জ্ঞানটা দেখ্‌ছি খুব টন্‌-টনে! তোর স্বামী নিয়ে তোর যা খুসী কর্‌ ভাই! খাও দাদা, পড়ে' পড়ে' সমস্ত দিনটা মার খাও!

[প্রস্থান]

রাম। বাবু! আগে ডাক্তার ডাকব না আগে পুলিস ডাকব ?

গোবিন্দ। তোর কিছু ডাক্‌তে হবে না, তুই যা ফাজিলের সর্দ্দার!

[রামকান্তের প্রস্থান]

নির্ম্মলা। [সাভিমানে] স্ত্রী নিজের স্বামীকে মার্ব্বে, তাও লোকে সইতে পারে না ; চোখ টাটায়। আমারও যেমন কপাল! নিজের স্বামীকে যখন খুসী মার্ত্তে পাব না! [ক্রন্দনোপক্রম]

গোবিন্দ। [স্বগত] এ-এ—মুস্কিল বাধালে দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে] খুব মার্ব্বে, দুশো মার্ব্বে ; সকালে একবার মার্ব্বে, আবার বিকেলে

একবার মার্ব্বে। আর যদি দরকার হয় ত রাত্রে শুতে যাবার আগে আর একবার মেরো। লোকের ভারি অন্যায়! কেঁদনা, মারো, পীঠ পেতে দিচ্ছি! ফের মারো।—ওগো! নীরব রৈলে কেন? একটা কথাই কও না। [সুর করিয়া] প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমণিদানং।

নির্ম্মলা। যাও, বিরক্ত করো না। আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা কর্ব্ব, বিষ খেয়ে মর্ব্ব, গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্ব, ছাদ থেকে পড়ে' মর্ব্ব।

গোবিন্দ। এমন কাজটি করো না। আমার অপরাধটা কি? উপুড় হয়ে পড়ে, মার খেয়েছি; এই অপরাধ।

নির্ম্মলা। আর চেঁচিয়ে পাড়া শুদ্ধ হাজির কল্লে!

গোবিন্দ। কেমন মজা হল!

নির্ম্মলা। মজা ত ভারি? ষাঁড়ও ত চেঁচায়। মজা হয় কোথায়?

গোবিন্দ। ওই যে পাড়ায় চেঁচায়, সেই পাড়ায়।

নির্ম্মলা। সকলের সম্মুখে বল্লে "আমাকে মার্চ্ছে।"

গোবিন্দ। তাতে তোমার গৌরব কত বাড়িয়ে দিলাম যে আমি হেন স্বামী তোমার কাছে নিরাপত্তিতে মার খাই!

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি নতুন এয়েছেন। তিনিই বা কি মনে কর্লেন? যেন আমি এই রকম তোমাকে মেরেই থাকি।

গোবিন্দ। না, রাম! মার্ব্বে কেন! পীঠের ধূলো ঝেড়ে দাও!

নির্ম্মলা। আমি কালই বাপের বাড়ী চলে' যাব। তোমার বোনকে নিয়ে তুমি থাক। আমার এত সহ্য হয় না। আমার হাড় জ্বালাতন পোড়াতন হয়েছে। [বসিয়া চখে কাপড় দিয়া] আমার যেমন কপাল! নইলে এ-এত পাত্র থাক্তে কি না শেষে এই ঘ-ঘরে

বিয়ে হয়! [ক্রন্দন]। (ক-কত ভালো পাত্র মিলেছিল [ক্রন্দন] চা-চাতরার জমিদারের লোকেরা এসে বা-বাবাকে সা-সাধাসাধি। তা আ-আমার মা নাই বলে' আমার ভা-ভালোটা কেউ দেখ্‌লে না গো। [ক্রন্দন] বাবা মু-মুখ্য কুলীন শুনে গ-গলে' গেলেন! এ-এক বুড়ো, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, দুটোকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে এসেছে,—এমন এক কুড়ে সর্ব্বনেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে কি না শেষে!—আবার তাকেও আমি ইচ্ছেমত মার্ত্তে পাব না! তার উপরে তাঁর রোখ কত! আমি তাঁর রাঁধুনি বাম্‌নি, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ করা জুতো। [ক্রন্দন] এ-এক বছর না যেতেই এই, পরে আরো কত কি এ পোড়া কপালে আছে গো। ওগো মাগো, কি হ'ল গো! [প্রবল বেগে ক্রন্দন।]

গোবিন্দ। না না, ওটা—শোন—ওগো—[স্বগত] আঃ কি বলি—[ব্যস্তভাব] ওগো

(নির্ম্মলা। [সরোদনস্বরে আমি রাঁধুনী বাম্‌না, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ-করা জুতো।

গোবিন্দ। ওটা—হেঁ হেঁ! এতক্ষণ প-পরিহাস কচ্ছিলেম। পরিহাস বোঝ না? আহা! নিতান্ত ছেলেমানুষ! কি করে' বুঝ্‌বে বল? এখনও গাল টিপ্‌লে মায়ের দুধ বেরোয়। আমারই অন্যায়। এমন সরলা, বালিকার সহিত এরূপ রূঢ় পরিহাস করাটা ভালো হয়নি! ওগো!—

নির্ম্মলা। যাও, তোমার রঙ্গ আমার ভাল লাগে না।

গোবিন্দ। [সবিনয়ে] আহা শোনই না।

নির্ম্মলা। যাও, বিরক্ত করো না।

গোবিন্দ। [হাস্যচেষ্টাসহ] এ পরিহাস বোঝ না। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমাকে আমি রূঢ় বাক্য বল্‌তে পারি? ওগো একটা কথা কও। ([জানু পাতিয়া সুর সংযোগে] বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।)

নির্ম্মলা। যাও বল্‌ছি। ভালো লাগে না!

গোবিন্দ। ([সুর সংযোগে] ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং! [কর ধারণ]

নির্ম্মলা। যাও! [গোবিন্দের হাত দূরে নিক্ষেপ]

গোবিন্দ। [সুর করিয়া] স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্ [চরণ ধারণ]

নির্ম্মলা। স্ত্রী নিজের স্বামীকে মার্ত্তে পারে না—এমন কপাল করেও এসেছিলাম!

গোবিন্দ। খুব মার্ব্বে। এই নাও মারো [ঝাড়ন প্রদান] পীঠ পেতে দিচ্ছি। আর দুই এক ঘা দাও, আমি তা খেয়ে মানব-জন্ম সফল করে' নিই।

নির্ম্মলা। (যাও তোমার সব সময়ে তামাসা ভালো লাগে না!

গোবিন্দ। সত্যি বল্‌ছি প্রিয়ে, তোমার হস্তের সম্মার্জ্জনী-সংঘর্ষণে যেরূপ শীঘ্র আমার পৃষ্ঠদেশ ও মেধা পরিষ্কার হয়, গত দুই পক্ষের কারো হাতের সম্মার্জ্জনীতে সেরূপটি হয় নি। না, আমি পরিহাস কচ্ছিনে। তোমার হাতের কি একটা গূঢ় গুণ আছে।)

নির্ম্মলা। যাও, তোমার আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না। কালই আমি বাপের বাড়ী চলে' যাব।

[অভিমানে প্রস্থান]

গোবিন্দ। এ ত ভারি বিপদ! আমি যতই স্নিগ্ধ হই, প্রিয়া আমার ততই উষ্ণ হন। আমি যদি গরম হই, তা'তে বোধ হয় উনি বোমার মত ফেটে চৌচির হয়ে যান! এই চিন্তা আসা থেকে যেন ওঁর মেজাজটা আরও রুক্ষ হয়েছে! এমন আবদারও দেখিনি। মার্ব্বে আমি তাতে কাঁদ্‌তেও পাব না।

[চিন্তা ও রামকান্তের পুনঃপ্রবেশ।]

চিন্তা। বসে' বসে' কি ভাব্‌ছ দাদা? খাওয়া দাওয়া কর্ত্তে হবে না? বৌ ত ঘরে গিয়ে দুয়োর দিলে।

রাম। (মুই কবিরাজের কাছে যাইয়ে গন্ধমাদন ত্যাল নিয়ে আইছি। পীঠে মাখিয়ে পীটটা ডলে' দেব?)

গোবিন্দ। তুই এখন যা! দেখ্‌ দেখি চিন্তা, আমি যে কি কর্ব্ব, ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। দেখ্‌লি ত!

চিন্তা। তুমি দাদা কখনও স্ত্রী বশ কর্ত্তে পার্ব্বে না। অত ভালো মানুষটি হলে' কি হয়?

গোবিন্দ। কি কর্ব্ব? তাকে ঠেঙাব?

চিন্তা। ঠেঙাতে হবে কেন? একটু কড়া হও দেখি। মেয়েমানুষের জাত একটু রাশ আল্‌গা দিয়েছ কি অমনি পেয়ে বসেছে। একটু রাশ কড়া করে' ধর, অমনি মাটির মানুষটি। আমি নিজে মেয়েমানুষ, জানি ত সব।

গোবিন্দ। আচ্ছা, এবার তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি। কি কর্ব্ব বল্ দেখি? ও ত বাপের বাড়ী চলে' যাবে বলে' ভয় দেখিয়ে গেল।

চিন্তা। তুমি চুপ করে' বসে' থাক। যাক্ না দেখি একবার!

গোবিন্দ। যদি সত্যি সত্যিই যায়?

চিন্তা। যায় যদি, তিন মাসের মধ্যেই আপনিই ফিরে আস্‌বে। আর একেবারে শুধ্‌রে যাবে। আর যেতেই কি পার্ব্বে! এখন নাও খাও দেখি।—ওঠ! [প্রস্থান]

রাম। মুই গন্ধমাদন ত্যাল আনিছি—

গোবিন্দ। যা বেটা ফাজিল, যণ্ডামার্ক পাজি!

[রামকান্তের প্রস্থান]

গোবিন্দ। যাক্‌ই না দিন কতক। মন্দই কি! বন্ধুদের সঙ্গে আবার দুদিন বেড়িয়ে চেড়িয়ে বেড়াই। (তার পর ফিরে আসবে 'খনি। ওঁর মেজাজটা নরম হওয়া অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য দরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে আবার আস্‌ছেন—)

[নির্ম্মলার প্রবেশ]

নির্ম্মলা। বোনের সঙ্গে যুক্তি করা হচ্ছিল।

গোবিন্দ। [স্বগত] এবার কড়া হতে' হবে। নরম হওয়া হবে না। দেখি তাতেই কি হয়। [প্রকাশ্যে] আড়াল থেকে শুনেছ বুঝি? শুন্‌লাম, তুমি গিয়ে ঘরে দুয়োর দিলে, যেন আমি তোমার পিছু পিছু তোমাকে ধর্ত্তে গিইছি। তা যাও না তুমি বাপের বাড়ী একবার দেখি [স্বগত] এবার খুব কড়া হইছি।

নির্ম্মলা। যাব না ত কি! তোমার বোন বুঝি বুঝিয়েছে যে,

আমি যেতে পার্ব্ব না। আর গেলেও ফিরে আস্ব? তা এই দেখ যাই কিনা। আমার সঙ্গে রামাকে দাও, আমি কালই চলে' যাব। তুমি আন্তে লোক পাঠিও না বল্ছি। আর নিজে যদি ফিরে আসি ত আমি নীলরতন চাটুর্য্যের মেয়েই নেই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন।]

গোবিন্দ। আর আমি যদি আন্তে লোক পাঠাই ত আমি রামকমল মুখুর্য্যের নাতিই নই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন।]

নির্ম্মলা। আঃ! দিন কতক হাড় জুড়োয়—

গোবিন্দ। আঃ! দিন কতক হাঁপ ছেড়ে বাঁচি—

নির্ম্মলা। বেশ।

গোবিন্দ। উত্তম! [নির্ম্মলার প্রস্থান।] যাক্।—এবার খুব রাশ কড়া টেনেছি, তবে ছিঁড়ে না যায়। দেখা যাক্, কি গড়ায়। যাই, স্নানাদি করিগে; কিন্তু কাজটা ভাল হলো না বোধ হচ্ছে। মোট এক বছর বিয়ে—যা হোক্, একবার 'বজ্রাদপি কঠোর' হ'তে হচ্ছে। তার পর না হয় আবার 'মৃদুনি কুসুমাদপি' হওয়া যাবে।)

[নিষ্ক্রান্ত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হাঁসখালিতে চূর্ণীনদীর একটী নিভৃত ঘাট। কাল—প্রত্যূষ; হাঁসখালির রূপসীবৃন্দ ঘাটে সমবেত,—কেহ জলে, কেহ স্থলে। তাঁহাদের আরও বিশেষ পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক।]

জুঁই। সে ভাই তোদের মিছে কথা।

মল্লিকা। সত্যি, ভাই, মাথার দিব্যি!

চাঁপা। তা হবে না কেন? আজকালকার মেয়েদের ত দশাই ওই।

চামেলি। তা সে বেশ করেছে। ওর সোয়ামী ফেরার! ওকি বইসে' বইসে' বিচিলি কাট্‌বে নাকি? এই আটটি বছর সে পোড়ারমুখোর দেখা নেই। ও হ'ল ষোল বছরের সোমত্ত মেয়ে, ওরই বা দোষ দেই কেমন করে' বল্‌। [বেলাকে] হ্যাঁ ভাই! তুই বল্‌না।

বেলা। [বিজ্ঞভাবে] তা ভাই, তাই, বলে' ও রকম পাড়া শুদ্ধ লোকের সঙ্গে এ কীর্ত্তি করে' বেড়ানটা মোদের কাছে ভালো ঠেকে না। গেরোস্থ ঘরের ত মেয়ে!

চাঁপা। ঢের ঢের দেখ্‌লাম এই বয়েসে। কিন্তু এমন বেহায়া মেয়ে মানুষ ত্রিজগতে কোথাও দেখ্‌লাম না। ওর বাপ ত ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তা এখেনে এসেও কি—সেই কাণ্ড!

জুঁই। হ্যাঁ ভাই! ওর বাপ ওরে বাড়ী থেকে তাড়ালে কেন?

চাঁপা। সে এক কেলেঙ্কারি!—ওর বাপ দেখ্‌লে যে ওকে বাড়ী রাখ্‌লে কি আর জাত থাকে? তাই ওকে তার বুড়ী মামীর বাড়ী রেখে দিয়েছে—

বেলা। মামীই কি স্বীকার হয়! তবে গোলাপীর বাপ বড় মানুষ, তাকে টাকা দিয়ে স্বীকার করায়।

মল্লিকা। সেই অবধি মেয়েটা কেমন বিগ্‌ড়ে গিয়েছে।

বেলা। তা হবে নাই বা কেন? মেয়ে মানুষ ত পাহাড়ের ওপরের ভেঁটা। রইল ত রইল। কিন্তু যদি একবার গড়ালো ত একেবারে নীচে পর্য্যন্ত না গড়িয়ে আর থামে না।

[নেপথ্যে গান]

চামেলি। ঐ যে গোলাপী আস্‌ছে। আবার গান হচ্ছে।

চাঁপা। ঈঃ আস্‌ছে দেখ না! মরণ আর কি! যমেও নেয় না।

জুঁই। তোরা যা বলিস্ ভাই কিন্তু একবার দেখ দিখি, রূপে একবার দশ দিক আলো করে' আস্‌ছে। মুখখানি যেন গোলাপ ফুল।

মল্লিকা। ও গোলাপের মত স্থাখ্‌তি বলে' ওর বাপ নাম রেখেছেল গোলাপী।

চামেলি। গোলাপী ঠিক আমার নাকটা পেয়েছে। ওর মা আমার কি রকম মাসী হয় কি না।

চাঁপা। যখন এখেনে এইছেল, তখন আমার সঙ্গে খুব ভাব ছেল। আমরা এক সঙ্গে নইলে বেড়াতাম না। আমরা যখন পথ দিয়ে যেতাম, লোকে বল্‌ত যেন দুইটী পরী [মল্লিকাকে] মর্—হাস্‌ছিস্ যে—

[গাইতে গাইতে গোলাপীর প্রবেশ]

(ভৈরোঁ—রূপক)

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি' মধুর সম্ভাষি' যমুনায় বাঁশী বাজে ;
ঐ কানন উছলি' রাধে রাধে, বলি'—গায় চলি বন মাঝে।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই, অধরে মিলায় হাসি ;
ঐ যমুনার এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জ্যোছনারাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে, উছলে যমুনা-বারি ;
সখি ত্বরা করে' আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলীধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে, জাগিল পূরবে ভাতি ;
ঐ কুঞ্জে গীত উঠে কুঞ্জে ফুল ফুটে—সখিরে পোহাল রাতি।

গোলাপী। কি! ফুলের কুঁড়ি সব। ঘাটে যে বাগান বসিইছিস্ না। কিলো চাঁপা, মুখখান ভার করে' রইছিস্ কেন?

চাঁপা। নে তোর আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না।

গোলাপী। কেন কি হয়েছে? এ বয়সে রঙ্গ কর্ব্ব না ত কি তোর মত যৌবন পেরিয়ে গেলে রঙ্গ কর্ব্ব না কি? [পাঠক বুঝিয়াছেন বোধ হয় যে, চাঁপা গোলাপীর উপর কেন এত অসন্তুষ্ট।]

চাঁপা। মরণ আর কি।

গোলাপী। সে মত এক দিন সকলের আছেই। আরো তার জন্যেইত আজ যত পারো হেসে নেও। ঐ কে বলিছিল—

(গীত)

(মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়খেমটা)

হেসে নেও—এ দুদিন বৈ ত নয় ;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।

ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে' যাবে হায় ;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
—এলে মলয় পবন ক'দিন রয়।
আসে যায়, আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায় সে কিন্তু ফেরে নাক আর ;
পিয়ে নেও যত মধু তায়।
—আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ ;
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু দণ্ডেই সুখ ;
হারায়ো না হেলায় সেটুক—
—ভাল বাস ভুলে ভাবনা ভয়।

মল্লিকা। হ্যাঁলা গোলাপী! তোর এখেনে রঙ্গ কর্ত্তি আসা না জল নিতি আসা? তোর যে বেলা আর হয় না। নাইবি? না, গান গেয়ে নেচে কুঁদে চলে' যাবি?

চাঁপা। ও কি রূপের গরবে কিছু দেখতে পাচ্ছে?

গোলাপী। বিধাতা রূপ ত আর সকলকে দেন না। যা'কে দিয়েছেন, সে একটু গরব করবে বৈ কি।

বেলা। রূপ ত পির্দীপের আলো, নিজে পোড়ে, দশ জনকে পোড়ায়। আবার তেল ফুরোলে কি বাতাস এলেই দপ্ করে নিভে যায়।

গোলাপী। চাঁপার একটা সুবিধে আছে—নিভ্‌বার ভয় নেই।

চাঁপা। [বিরক্তিসহকারে] মোর নওয়া হয়েছে—মুই উঠি।

চামেলি। র'স না, এক সাথেই উঠ্‌ছি। হ্যাঁ লা গোলাপী! তোর সোয়ামীর খবর টবর কিছু পেলি?

চাঁপা। হ্যাঁ তার আবার খবর! সে পোড়ারমুখো নিঃযুশ মরেছে।

গোলাপী। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তা'লে আমি একটা বিয়ে করি।

মল্লিকা। সে সাধ আবার কবে থেকে হ'ল?

গোলাপী। হবে না কেন? তোরা সব কূল কূলে ছাপিয়ে উঠিছিস্, আর আমি এই ভরা ভর্ত্তি ভাদ্দর মাসে শুকিয়ে থাক্‌ব না কি? আমার সাধ যায় না?

মল্লিকা। মোদের চেয়ে তোর তুক্কটা কিসের? মোরা সব নদীর মত এক এক খালের মধ্যেই চলিছি, আর তুই বিষ্টির জলের মত সবজায়গাই সমান ছাড়িয়ে পড়িছিস্। অমন্দটা কি?

গোলাপী। মন্দ কি কিছু? তবে কি না নদী থেকে উঠে মধ্যে মধ্যে ছাপিয়ে পড়া—আরও ভাল না? দশ জনের দশটা কথা শুন্তে হয় না। বিপদে আপদে একটা সোয়ামী আছে, ভয় নেই।

বেলা। গোলাপীর সঙ্গে কথায় কারু পারবার যো নেই।

গোলাপী। আর সত্যি ভাই, আমার একটা লোকের কাণ ধরে' খাটাতে বড় সাধ যায়। তা'লে তোরা একবার দেখ্‌তিস যে সে কি রকম দিন রাত আমার পায়ের তলায় পড়ে' থাকৃত!

মল্লিকা। একটা সোয়ামী ছিল, তা'কেই ধরে রাখ্‌তি পাল্লি বড়! আবার তোর পায়ের তলায় পড়ে' থাকবে!

গোলাপী। তখন আমার বয়স কি? আট নয় বছর বৈ ত নয়। তখন আমার হাসিতে কি মুক্তো গড়াত? না' লাথি মাল্লে

অশোক ফল ফুটত? সে এখন একবার আসুক না, দেখি সেই কত বড় আর আমিই কত বড়!

চাঁপা। তোরা ত ভাই উঠ্‌বিনে। মুই উঠি। বেলা হ'ল।

অন্য রূপসীরা। চল্‌ ভাই মোরাও যাই [সকলের উত্থান।]

গোলাপী। যা' না। আমি কি বসে' থাকতে বল্‌ছি? আমি এখন আধ ঘণ্টা ধরে, দাঁতে মিশি দেব। তার পর আধ ঘণ্টা ধরে' সাবান মাখাব। আমার ত বাড়ীতে জুজুর ভয় নেই।

চাঁপা। মুখে আগুন! এমন হতচ্ছেড়ীকেও ওর মামী ঘরে রেখেছে গা।

[গোলাপী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

গোলাপী। আহা! কি হাওয়াটাই বচ্ছে! পোড়ারমুখীরা আমায় ত দিন রাতই গা'ল পাড়ছে। অথচ যে আমার এ হেন যৌবন আর রূপ বৃথাই যাচ্ছে, তা ত ওরা চখে দেখে না। কেবল দিন রাত আমার দুর্নাম রটাচ্ছে। কেন? না, আমি একটু হাসি বেশী।—তা হাসিটা আমার স্বভাব। আর সেটা ত মন্দ কাজ নয়! আর গান গাই—গাইতে জানি, তাই গাই। তার বাড়া আর ত কিছু করিনে। তা যদি দেখ্‌তিস, না হয় বলতিস্‌। তোদের মধ্যে যে কেউ কেউ স্বামী থাক্‌তেই—না, সে সব বলে, আর কাজ কি? তবে আমার সঙ্গে তোরা লাগিস্‌ কেন পোড়ারমুখীরা? আমি কি তোদের কারো নামে কিছু রটাতে গিইছি, না, কারু পাকা ধানে মৈ দিইছি? যাক, সে সব ভেবে কি হবে? এখন ওঠা যাক। ঐ কে আবার এদিকে আসছে দেখ্‌ছি। উঃ! আমার পানে তাকাচ্ছে দেখ, যেন পেলেই এক্ষণই টপ্‌ করে'

গালে পুরে ফেলে। আঃ কি হাওয়াটাই আজ বচ্ছে। সাধে বলে বসন্তকাল ঋতুরাজ! [গাইতে গাইতে প্রস্থান।]

[কালাংড়া—খেমটা]

বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয় বায়;
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ছোটে, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গায়;
  হাতে লয়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের নূপুর পায়,—
  বলে আজি আমি রাজা পথ ছেড়ে দাও আজ আমায়,
না মানিলে ফুলশরে হৃদে বিঁধে চলে যায়।

[রামকান্তের প্রবেশ।]

রাম। গিইছিলাম মুই মা ঠাকরুণকে রাখ্‌তি'। ফিরে আস্‌তি' পথে কি রতনই দেখ্‌লামরে। ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দ্যাখিছি কিন্তু এ একেবারে মেয়ে মানুষের ট্যাক্কা। এর সাথ মোর যদি বিয়ে হত ত মুই এর একবারে গোলাম হ'য়ে থাক্‌তাম্। মেয়েটা গেল কোথা? সাঁ করে' তাকিয়ে সোঁ করে', চলে' গেল। আর কি গানই গাইলে গা? যেন কুইনিনে জ্বর ছাড়লো! মেয়েটার খোঁজ নিতি হ'চ্ছে।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[স্থান—গোবিন্দের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত।
গোবিন্দ এক কোণে হুঁকা বাম হস্তে ধরিয়া
দক্ষিণহস্তস্থ কলিকায় ফুঁ দিতেছিলেন।
চিন্তা দণ্ডায়মানা।]

চিন্তা। দিন কতক চোক নাক কাণ বুজে থাক না। দেখো, দু মাসের মধ্যেই সে ফিরে আস্‌বে।

গোবিন্দ। যখন তোর বুদ্ধিতে সুরু করেছি, তখন তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি।

চিন্তা। একটা কথা—কোন রকমে—আকার ইঙ্গিতেও তা'কে জান্তে দিও না যে, তুমি তাঁর বিহনে মনকষ্টে আছ। বরং তাকে দেখাতে হবে—যে তুমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ। নেও, এখন খেতে এস। কত বেলা হল।

গোবিন্দ। যাচ্ছিখুনি, তুই বাড়ীর ভিতর যা এখন [চিন্তার প্রস্থান] খাচ্ছি ত দিন রাতই। বোন নইলে কেউ খাওয়াতে জানে না। দিন রাত ঘি, আর দুধ; তাই শরীরটিও দিন দিন গোলাকৃতি হচ্ছে।—এ আবার আসে কে? [ইন্দুভূষণের প্রবেশ —এ যে ইন্দু যে! বলি কোত্থেকে? সব ভালো ত? আমার সম্বন্ধী—অর্থাৎ ভগিনীপতি বিধুর শরীর ভালো? তার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হইনি। তোমার সঙ্গেও—হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা—তোমার সঙ্গে যে আমার ডবল সম্বন্ধ হয়েছে হে। ওদিকে তুমি আমার ভগিনীপতির ভাই, আবার

এ দিকে তুমি আমার শালী চপলাকে বিয়ে করেছ। এঃ! তোমাকে যে আমার মাথায় তুলে নাচ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে হে—এস এস—[ব্যস্তভাব]।

ইন্দু। এই আমি শ্বশুরালয় অভিমুখে যাচ্ছিলাম। ভাব্‌লাম, পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে' যাই।

গোবিন্দ। বেশ! বেশ! ভালোই করেছ। বোস বোস, তামাক।—হ্যাঁ! তামাক খাওনা? বল কি?

ইন্দু। আপনার বাড়ীর সব মঙ্গল? [উপবেশন]

গোবিন্দ। হ্যাঁ মঙ্গল। আমার গৃহিণী এখন তাঁর বাপের বাড়ীতে, তা জানো বোধ হয়?

ইন্দু। কেন হঠাৎ বাপের বাড়ীতে?

গোবিন্দ। [স্বগত] কি বলি? [প্রকাশ্যে] কেন মেয়েকে কি তার বাপের বাড়ীতে যেতে নেই? আর সত্যি কথাটা কি জানো,—বোলো না যেন তা'কে গিয়ে,—বেঁচেছি দিন কতক! স্ত্রীদের মধ্যে মধ্যে তাদের বাপের বাড়ীতে না পাঠালে পেরে ওঠা যায় না। রাম যে সীতাকে কেন বনবাস দিয়েছিলেন, তা আমি এখন কতক বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

ইন্দু। তবে আপনি তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ কল্লেন কেন?

গোবিন্দ। [কলিকাতে সজোরে ফুঁ দিতে দিতে] কুগ্রহ!—এই রামা!—গ্রহেতে পড়ে' কত লোকে কত রকম করে' উচ্ছন্ন যায়, আমি বিয়ে করে' উচ্ছন্ন গিইছি। কোত্থেকে বার বছরের বোলে এক মহিষমর্দ্দিনী যোড়শী নিয়ে এলাম! আরও আগে দুবার বিয়ে করিছি—কিন্তু এমন জবরদস্ত গুরুমশায় স্ত্রী আর পূর্ব্বে কখন

দেখি নি !—কথা গুলো যেন তা'কে বোলো না।—বাবা ! কি সংযম আর কি শিক্ষার মাঝখানেই পড়িছিলাম। সকল রকম সং নেশা, আর সকল রকম সং স্ফূর্ত্তি জীবন থেকে জমা খরচ কাটতে হইছিল।

ইন্দু। কেন ?

গোবিন্দ। নইলে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র। আরে ! নবোঢ়া ষোড়শীর অশ্রুবিন্দু মোচন করবার জন্য কোন্ রসিক যুবা পুরুষ—এঁ্যা—তা সে যুবাই হোক আর প্রৌঢ়ই হোক—শুধু রসিকতার খাতিরে তার ডান হাত খান কেটে ফেলতে না পারে ? কিন্তু সহিষ্ণুতার যে একটা সীমা আছে, তা আমি এত দিন কোন নবোঢ়াকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে দেখিনি। [ধূমপান।]

ইন্দু। সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতে আমার বেশ মেলে।

গোবিন্দ। তাও ত বটে ! তুমিও নতুন বিয়ে করেছ কি না। কেমন ঠিক না ? হাঃ হাঃ হাঃ !—হ্যাঁ তোমার স্ত্রী চপলাকে আমি কখন যে দেখিছি, তা মনে হয় না।

ইন্দু। [স্বগত] ছোটটিকে দেখ্‌লে কি বড়টিকে বিয়ে কর্ত্তেন ? [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ, সে এত দিন কলকাতায় ইস্কুলে পড়্‌ত কি না।

গোবিন্দ। তাও বটে। পাশ টাশও করেচে শুনিছি।

ইন্দু। হ্যাঁ গতবার ফার্ষ্ট আর্টস্ পাশ করেছে ! তা তাঁর আর কিছু শেখা হোক না হোক, জ্যোঠামিটা বিলক্ষণ শিখেছেন।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ !—পাশ-করা মেয়েমানুষগুলো ঐ রকমই হয়। হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর কাল চিঠি পেলাম যে, চপলা আমার একখানা 'ফটো' চেয়েছে ! আমি এখানকার ছবিওয়ালা শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্যকে

ডাক্‌তে পাঠিইছি। তার এখনই আস্‌বার কথা আছে।—(কিছু জলখাবার আস্তে দিতে হচ্ছে)। বড় ক্ষিধে পেয়েচে। (কি রেটে গজিইছি, দেখ্‌ছ বোধ হয়। আমার স্ত্রী বোধ হয়, ভেবেছেন যে, তাঁর বিরহে আমি একেবারে শীতকালের পদ্মার মত শুকিয়ে যাব। তা যে যাইনি, তা এ 'ফটো' পেলেই দেখ্‌তে পাবেন। তুমি এসবগুলো তাকে বোলো না যেন !—তুমি শীগ্‌গির স্নানাদি কর। আমার স্নান হয়েছে। কাপড় দিতে হবে বটে !—এই রামা, রামা !— বেটা ঘুমিয়েছে। বেটা কেবল ঘুমোয়।—তোমার এখন দুদিন যাওয়া হচ্ছে না। দিন ১০।১৫ থেকে যেতে হবে।—এই রামা ! ওরে বেটা কুড়ের সর্দ্দার হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া শুওর গাধা নচ্ছার। [চক্ষু মুছিতে মুছিতে রামকান্তের প্রবেশ।]

গোবিন্দ। বেটাকে গাল না দিলে উত্তর দেয় না। ঘুমোচ্ছিলি বুঝি ?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। এজ্ঞে !—বেটার বল্‌তে লজ্জা করে না ?—বেটা আহাম্মক বেহায়া পাজি।

রাম। [গমনোদ্যত।]

গোবিন্দ। বেটা যাস্ যে ! যাচ্ছিস্ কোথা ?

রাম। আপনি তেতক্ষণ গাল দাও, মুই আর একটু ঘুমিয়ে নেই। কা'ল রাতে ভালো ঘুম হইনি, ভারি মশা !

গোবিন্দ। বেটার আস্পর্দ্ধা দেখ !—ঘুম হইনি ! বেটা নবাব। নিশ্চয় বেটা গুলি খায়। গুলি খাস্, না ?

রাম। এজ্ঞে !

গোবিন্দ। আবার বলে এজ্ঞে! বেটা যদিই বা খাস্, তা আমার সম্মুখে স্বীকার কর্ত্তে লজ্জা করে না? সটাং বল্লি এজ্ঞে!

রাম। তা মুনিবের সাম্‌নে কি মিথ্যে কইতি পারি?

গোবিন্দ। উঃ! বেটা ত ভারি সত্যবাদী। শোন্, একটা কাজ কর্। পার্ব্বি?—হাঁই তুলছিস্ যে!—পার্ব্বি?

রাম। এজ্ঞে, না।

গোবিন্দ। আবার বলে 'না!' কাজ পার্ব্বিনে ত আছিস্ কি জন্যে? বেটা গুলিখোর! দেখাচ্ছি মজা। লাঠি গাছটা গেল কোথায়?

রাম। এজ্ঞে কি কর্ত্তি হবে বলেন না।

গোবিন্দ। বেটাকে লাঠির ভয় না দেখালে বেটা কি কোন মতেই কাজ কর্ত্তে চাইবে? শোন্, শীগ্‌গির যা, আট পয়সার খুব ভালো কচুরি, আট পয়সার সিঙাড়া, দশ পয়সার সন্দেশ, আট পয়সার বঁদে, আর পাস্ যদি এক পোওয়া সরভাজা নিয়ে আয়। আগে এঁর স্নান কর্ব্বার সব উদ্যোগ করে' দে। ভালো ফুলল তেল দে, কাপড় দে। দেখছিস নে, আমার ভায়রাভাই এসেছে? আবার বেটা হাঁ করে' দেখিস্ কি। শীগ্‌গির যা। কাপড় তেল দিয়েই দৌড়ে এই পাশের দোকানে যা, আর দৌড়ে আস্‌বি—যেন এঁখেনেই ছিলি। যা—

রাম। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] যদি পাশের দোকানে ভাল সন্দেশ না পাওয়া যায়?

গোবিন্দ। তা'লে খুব দূরের একটা দোকান থেকে খারাপ সন্দেশ নিয়ে আস্‌বি। যা রোজই করে' থাকিস্।

রাম। পচা নার্কলে আন্‌ব?

গোবিন্দ। পচা নার্কলে আন্‌বি কিরে? যা ভালো পাস। যা দৌড়ে, ভারি ক্ষিধে পেয়েছে।

রাম। ভালো খারাপ সন্দেশ মুই কম্‌নে পাব?

গোবিন্দ। ভারি বদমায়েস চাকর। তোকে ভালো খারাপ সন্দেশ আন্তে কে বল্লে! যা ভালো পাস নিয়ে আস্‌বি।

রাম। আপনি এই বল্লে খারাপ সন্দেশ নিয়ে আয়, আবার এই বলো যে, যা ভাল পাস্ নিয়ে আয়।

গোবিন্দ। আরে মোলো। এ আবার জেরা আরম্ভ কল্লে! যা বল্‌ছি—যা শীঘ্রির, নইলে ভালো হবে না। লাঠিগাছটা গেল কোথা?

[লাঠি লইয়া পশ্চাদ্ধাবন ও রামকান্তের পলায়ন।]

গোবিন্দ। [পুনরুপবেশন করিয়া সকাতরে] চাকর বাকর মানে না।

ইন্দু। তাই দেখ্‌ছি। আপনি যে 'নাই' দেন।

গোবিন্দ। ওদের নিয়ে কি করি ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। গৃহিণী গিয়ে অবধি—ঐ যে কিঁ সব বাক্স ফাক্স নিয়ে বোধ হয় ছবিওয়ালা আসছে। এঃ এত বেলায়! তা যাও তুমি স্নান করে' নেও, আমি ততক্ষণ ছবি তুলে নেই। বেলা হয়েছে; একে ক্ষুধাতিশয্য, তাতে আবার খানিক ভোগান। "গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ।" যাও শীঘ্রির, স্নান করে' নেও।

[ইন্দুভূষণের প্রস্থান ও ছবিওয়ালার প্রবেশ।]

গোবিন্দ। এই যে আসুন আসুন, বসুন।

ছবিওয়ালা। আপনি কাল ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই এলাম।

গোবিন্দ। বেশ করেছেন। এই রামা—না, সে ত বাজারে গিয়েছে—কে আছিস তামাক নিয়ে আয়—ও ঝি, ঝি।

ছবিওয়ালা। না না ম'শায়। আমি দেরি কর্ত্তে পার্ব্বো না। এক্ষণই রাজবাড়ী যেতে হবে। বেলা কর্ত্তে পার্ব্বো না।

গোবিন্দ। একটু বসুনই না।

ছবি। না না, আপনি শীঘ্রির ঠিক ঠাক করে' নেন।—[যন্ত্র ঠিক করিতে করিতে] আপনার এখানে ভালো চেয়ার আছে—নেই? তা দাঁড়িয়েই বেশ হবে' খুনি।

গোবিন্দ। কেন ফরাসে বোসে?

ছবি। ফরাসে বোসে কি ফটো তোলা যায়? আপনারা ত এ বিষয়ে কিছু জানেন না! যা বলি শুনুন! রসুন—আমি পেছনের কাপড়খানা টাঙিয়ে দেই [কথাবৎ কার্য্য] আপনি এই জায়গায় দাঁড়ান! আপনি কি এই রকম খালি গায়ে চেহারা নেবেন? তা বেশ, আপনার ইচ্ছা।

[রামকান্তের জলখাবার লইয়া প্রবেশ]

গোবিন্দ। এই যে! এতক্ষণ দেরী! [রামকান্তের প্রস্থান] মহাশয়! একটু অপেক্ষা কল্লে হয় না? জলখাবারটা এয়েছে, খেয়ে নিই। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ছবি। না না, রৌদ্র চ'ড়ে গেলে ভাল চেহারা উঠ্‌বে না।

গোবিন্দ। তবে নাচার! [জলখাবারের প্রতি বিষণ্ণভাবে দৃষ্টি]

ছবি। ভয় কি? আপনার জলখাবার ত—কেউ এখেন থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না! [গোবিন্দকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া]

রসুন আমি একবার দেখে নিই [যন্ত্র ঠিক করিতে ব্যস্ত] অত পা ফাঁক ক'রে নয়। না না, কাছাকাছিও নয়। হাঁ এই বাঁ হাতটা কোমরে কেন ? আপনি ত নাচ্‌তে যাচ্ছেন না ?

গোবিন্দ। নাচ্‌তে হবে না বুঝি ?

ছবি। না !—বাঁ হাতটা ওরকম ঝুল্‌লে চল্‌বে না। না না, পিছন দিকে নয়। ও কি ! বাঁ হাতটা ভুঁড়ির উপর রাখ্‌লেন যে ! লোকে ভাব্‌বে আপনার উদরাময় হয়েছে, তাই পেটটা চেপে ধরেছেন।

গোবিন্দ। পেটে উদরাময় না হোক বিরহানল হয়েছে।

ছবি। [সবিস্ময়ে] পেটে বিরহানল !

গোবিন্দ। আমার বিরহানল পেটেই জ্ব'লে থাকে।

ছবি। বটে [ফোকস্ করিতে ব্যস্ত] ও কি ? বাঁ হাতটা ফের পেছনে কেন ? আবার সম্মুখ দিকে ঝুলিয়ে রাখ্‌লেন ? না না, ঝুললে চল্‌বে না ? হাঃ হাঃ হাঃ ! বাঁ হাতটা শেষে বুঝি মাথায় দিলেন ? হাঃ হাঃ হাঃ !

গোবিন্দ। তবে কি হাতটাকে কেটে ফেল্‌তে বলেন ? হাতটা রাখি কোথা ? এক জায়গায় ত রাখ্‌তে হবে।

ছবি। তাওত বটে ! আচ্ছা রসুন। এই থামটা ধ'রে দাঁড়ান দেখি। এ—এ—এইবার বেশ হয়েছে। আর ডান হাতটা কোথায় রাখ্‌বেন ?

গোবিন্দ। আমিও আই ভাব্‌ছি। এদিকে ত আর কাছে থাম নেই। আপনাকে ধ'রে দাঁড়াব নাকি ?

ছবি। না না। তা কি হয় ! আমি যে ছবি তুল্‌ব। আপনার ডান হাতে এক গাছ ছড়ি নিতে পারেন ত।

গোবিন্দ। যদি কিছু নিতেই হয়, তবে ঐ সন্দেশের রেকাবিটা নেই না কেন? কিম্বা রেকাবিটা নেই বাঁ হাতে। আর ডান হাতে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেতে সুরু করি।

ছবি। সে কি রকম!

গোবিন্দ। এই—আমি সন্দেশ খাই, আর আপনি চেহারা তুলুন। দুই কাজই এক সঙ্গে হ'য়ে যায়। আর হাত দুটোরও যা হয় এক রকম সদ্গতি হয়।

ছবি। [সন্দিগ্ধভাবে] সে ভালো দেখাবে না।

গোবিন্দ। বেশ দেখাবে। আর আমার ইচ্ছে যে ঐ রকম ক'রে চেহারা তুলি। আপনার ত তাতে কোন ক্ষতি নেই।

ছবি। আপনি ত আচ্ছা লোক দেখ্‌ছি! তা নেন। আপনার যেমন মর্জ্জি'—রেকাবিটা বাঁ হাতে এমনি ক'রে ধরুন। ডান হাতে সন্দেশটা তুলুন দেখি।

গোবিন্দ। "কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্? তেন হি অয়ং সুগৃহীতো জনঃ"—[সন্দেশভক্ষণ।]

ছবি। [যন্ত্রমধ্য হইতে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে] তাই বলে' আপনি সত্যি সত্যিই সন্দেশ খেতে সুরু কর্ব্বেন না। সন্দেশটা মুখে তুল্‌ছেন, এই মাত্র কর্ত্তে পারেন। মুখ নড়্‌লে চেহারা উঠ্‌বে না। আপনারা এ সব জানেন না, যা বলি তা করুন। রসুন, আপনার মাথাটা ঠিক ক'রে নেই। মাথাটা তুলুন দেখি—অত উঁচু নয়, অত নীচু কেন? একেবারে যে হেঁট হ'য়ে পড়্‌লেন। না না, অত সোজা না। মাথাটা ডান দিকে বেঁকাচ্ছেন কেন?—না না, বাঁ দিকেও নয়। এঃ! আপনার মাথাটা নিয়ে কি করি ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।

গোবিন্দ। কেন? মাথাটা কেটে ফেল্লে হয় না?

ছবি। আরে মশায়, বলেন কি! মাথা কেটে চেহারা নেব কিসের?

গোবিন্দ। কেন? ভুঁড়ির। ঐ ভুঁড়ির জন্যেই ত চেহারা তোলা; মাথা কেটে ফেল্লে চেহারা তোলার কোন বিঘ্ন হবে না।

ছবি। না না, তাও কি হয়। মাথা কেটে ফেলে কারুর চেহারা আমি এত দিন নিই নি। আর তা পার্ব্বোও না! ওকি? পেছন ফির্লেন কেন?

গোবিন্দ। [বিরক্তিসহকারে] তবে মাথাটা নিয়ে আমি কি কর্ব্ব বলুন না? উঁচু নয়, নীচু নয়, সোজা নয়, বেঁকা নয়, পেছনও ফির্ব্বো না, তাই ত বলছিলাম যে, মাথাটা কেটে ফেল্লেই সব আপদ চুকে যায়।

ছবি। ব্যস্ত হবেন না! ঠিক ক'রে দিচ্ছি [মাথাটা ধরিয়া ঠিক্ করিয়া] এ—এই বাঃ! বেশ হয়েছে। একটু হাসুন দিখি। অত হাস্‌লে চল্‌বে কেন? দাঁত বের কর্ব্বেন না। অত গম্ভীর হলেন যে?

গোবিন্দ। তবে কি কর্ব্ব? হাঁস্‌ব অথচ দাঁত বের করব না? আজ আমি ভারি জ্বালায় পড়েছি দেখ্‌ছি।

ছবি। [চিন্তা করিয়া] আচ্ছা একটা কোন বেশ আনন্দের কথা মনে করুন দিখি। হাঁ, এইবার বেশ হয়েছে। কি মনে করেছেন বলুন দিখি।

গোবিন্দ। আমার গৃহিণীর হস্তের সম্মার্জ্জনীর কথাটা ভাবছি।

ছবি। [ফোকস্ করিতে করিতে] সেটা আপনার পক্ষে খুব

আনন্দের কথা হ'ল! আমাদের পক্ষে ত সেটা তত আমোদের বোধ হয় না।

গোবিন্দ। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। আমার স্ত্রীর মত আপনার যদি সম্মার্জ্জনীসঞ্চালনসুদক্ষ, লম্বা চৌড়া, স্থূলমধ্যাঙ্গ, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী থাক্‌তো ত আপনারও তাঁর হস্তে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত ও অতি উপাদেয় বোধ হ'ত—মশায়, কথাগুলো ফটোতে উঠ্‌বে না ত? তাঁর কাছেই ছবি যাবে।

ছবি। না না, ভয় পান কেন? নেন, একটা সন্দেশ ডান হাতে তুলুন। নড়্‌বেন না। ঐ রকমই রাখুন। মুখটা সন্দেশের দিকে একটু সস্নেহভাবে—হ্যাঁ, বাঁ হাতে রেকাবিটা এই রকম। আর একটু হাসি হাসি মুখ করুন দিখি। হ্যাঁ, হাতটা আর একটু—এই। ডান পাটা এই রকম। নড়্‌বেন না। বেশ হয়েছে। স্থির থাকুন। নড়্‌বেন না। [যন্ত্রের মুখের ঢাকনি খুলিয়া বন্ধ করিলেন] ব্যস্, হ'য়ে গিয়েছে। এখন আপনি সন্দেশ খেতে পারেন। দিন দশেকের ভেতরে আপনার চেহারা পাবেন। [যন্ত্র গুছাইতে গুছাইতে] যদি ভালো না উঠে থাকে ত আর একদিন এসে নিয়ে যাব। তবে আমি এখন যাই।

[যন্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাপ্! যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল। [উপবেশন] প্রিয়া আমার চেহারা পেয়ে কি খুসীই হবেন! আঃ খাওয়া যাক্। এই রামা! এক গেলাস জল নিয়ে আয়। শীঘ্গির।

[ইন্দুভূষণের প্রবেশ]

গোবিন্দ। কি ইন্দু! স্নান হলো? এস, একটু জলযোগ করা

যাক্। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধ'রে গিয়েছে। আঃ! [উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত](বাপ্‌রে পেটে কি বিরহই জ্বলেছে। খাও না)।

(ঝিঁঝিট—আড়া।)

তোমারই বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমোই।
কি বল্‌ব আর—পরিত্যাগ (এখন) একেবারে চিঁড়ে দই—
রোচে না ক মুখে কিছু (আর) পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।

এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দুখান সরপুরি—আর দুঃখের কথা কারে কই?
দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই পাইনে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ।

(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সর্ব্বৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ?
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু চার এয়ার ডেকে (এ দারুণ) বিরহের বোঝা বই।

(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে ঘুম আসে না নয়ানে,
রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই।

[পটক্ষেপণ।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

[স্থান হুগলির একটী ঘাটের সমীপবর্ত্তী পানের দোকান ।
কাল গোধূলি । গোলাপী একাকিনী বসিয়া পান
সাজিতে সাজিতে গান গাহিতেছিল ।]

(সুর মিশ্র—খেমটা ।)

আরে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠ্‌কে হিঁয়া নিরিবিলি ;
রহা এতো দিন জীয়া—তুম্ বেকুফ নেহাইৎ—
ইসি খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ !
দুনিয়া পর আ', কব্ তভ্ কিয়া কোন কাম ?
অ্যারে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ! আরে রাম ! রাম ! রাম !
ইস্‌নে থোড়াসে গুয়া আওর চুনা খুস বো ;
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো ।
বে ফরদা জান যো ইসি খিলি নেই খায় ;
আরে ৎ ! ৎ ! ৎ ! আরে হায় ! হায় !

গোলাপী । এঃ ! ভারি মেঘ ক'রে এল যে । আজ আর আমার পান কিন্তে কেউ আস্‌ছে না । খিলি বিক্রি ক'রে কি আমার চলে ? মামীটা দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে । বলে—এমন স্বভাব চরিত্তিরের মেয়ে সে বাড়ীতে রাখতে পারে না । নিশ্চয় সেই পোড়ারমুখী চাঁপার এই কাজ । সে মামীর কাছে আমার নামে দিবারাত্তিরই লাগাচ্ছিল কিঁনা ! যদি বিদেশে এলাম চাকরি কর্ত্তে, তা ছাই চাকরিই কি জুটলো ! একটা বাড়ীতে যদিই বা কত চেষ্টা চরিত্তির ক'রে ঢুকলাম ত তারাও দিলে তাড়িয়ে । কেন না, গিন্নি এক দিন শুন্‌লেন যে,

আমি গান গাচ্ছি, আর কার সঙ্গে কবে একটু হেসে কথা কইছি,—সত্যি কথাটা—তাঁর কর্ত্তাটিই এক দিন আমার সঙ্গে একটু বেশী রসিকতা কর্ত্তে গিইছিলেন, গিন্নি তা টের পেইছিলেন। থাক্—অদৃষ্টে যা আছে, তা হবে। এঃ! আবার বৃষ্টি নাম্‌ল দেখছি, কি করি?—এখন পানের দোকান খুলিছি, পরে আরো কি কর্ত্তে হবে কে জানে! ঈশ্বর জীবনটা দিইছিলেন, সেটা সৎ কি অসৎ যে উপায়েই হোক, রাখতে ত হবে। বাঃ! এ আবার কে আসে! মাথায় পাগড়ি, পরণে শাড়ীই যেন বোধ হচ্ছে, আবার পায়ে জুতো। মেয়ে মানুষ কি পুরুষ মানুষ—বোঝা যাচ্ছে না।

[চপলার প্রবেশ।]

চপলা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বৃষ্টি। এই জায়গায় একটুখানি অপেক্ষা করে নেই—বৃষ্টিটা থামুক। একটা স্ত্রীলোক দেখছি এক কোণে বসে’ রয়েছে। এর সঙ্গে ভাব করে’ নেওয়া যাক। [প্রকাশ্যে] দেখ মেয়েমানুষটি! তোমার সঙ্গে আমার ভারি ভাব।

গোলাপী। তা ত হবেই! দরকার পড়লে সকলেই ভাব কর্ত্তে আসে। আবার দরকার শেষ হয়ে গেলে একেবারে ভুলেও যায়। বাইরে বৃষ্টি কি না, তা এখন আমার সঙ্গে ভাব বৈ কি!

চপলা। [স্বগত] স্ত্রীলোকটি মুখরা [প্রকাশ্যে] কেন, আমার সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমার আপত্তি আছে?

গোলাপী। সে তুমি মেয়ে মানুষ কি পুরুষমানুষ না জানলে বলি কেমন করে?

চপলা। কেন, সেটা কি এখনো ঠিক করে’ উঠতে পার নি?

গোলাপী। কৈ আর পেরেছি? শাড়ী-পরা পুরুষ মানুষ আমি এত

দিন পর্য্যন্ত দেখিনি। আবার জুতো পায়ে দেওয়া আর মাথায় পাগড়ি-পরা মেয়ে মানুষ দেখাও আমার ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত ঘটে' ওঠে নি।

চপলা। [স্বগত] আবার রসিকা [প্রকাশ্যে] এ রকম পোষাক দেখনি ? এ নব্যাদের পোষাক। আমি এক জন নব্যা।

গোলাপী। নব্যা পুরুষ না নব্যা স্ত্রীলোক ?

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! নব্যা পুরুষ! আকারান্ত শব্দ কখন পুরুষ হয় ?

গোলাপী। হবে না কেন ? বাবা মামা দাদা কাকা সবই ত আকারান্ত, আর তাঁরা পুরুষ বলেই ত আমার এত দিন জ্ঞান আছে।

চপলা। [স্বগত] আবার কতক শিক্ষিতা! [প্রকাশ্যে] তা বটে, কিন্তু ও গুলো ত সংস্কৃত শব্দ নয়! তা যা হোক, তোমার বাবা মামা দাদা কি কাকা কেউ নেই ?

গোলাপী। আছে শুন্তে পাই।

চপলা। কেন ? তারা তোমার খোজ নেয় না ?

গোলাপী। নেয় কি না নেয়, তোমার তা জেনে কিছু দরকার আছে বল্‌তে পার ?

চপলা। আহা, চট কেন ?

গোলাপী। [কতক মোলায়েম] সমস্ত দিনটা চাকরির ধান্ধায় ঘুরে কিছু হলো না, ইতে মেজাজটা কি খেজুর গুড়ের কলসী হয়ে থাক্‌বে ;

চপলা। তুমি চাকরি কর্ব্বে না কি ?

গোলাপী। পেলেই করি।—পাই কই ?

চপলা। তুমি কি কাজ জানো ?

গোলাপী। এই নাচতে জানি, গাইতে জানি। কিছু কিছু লেখা-

পড়াও জানি, পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায় পড়েছিলাম, তার পর বাড়ী ব'সেও পড়িছি। অন্য কাজের মধ্যে ছোট খাট সব কাজ কর্ত্তে পারি,—যেমন চিঠিখান ডাকে দেওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা,—এই রকম ছোট খাট কাজ।

চপলা। তবে বেশ হয়েছে। আমি ঠিক ঐ রকম লোক একটা খুঁজছিলাম। আমি সম্প্রতি স্বামীর বাড়ী যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার কাছে থাক্‌বে?

গোলাপী। তা—তা রাখ্‌লেই থাকি।

চপলা। আমার কাছে তোমার কাজ বড় কর্ত্তে হবে না। আসল কাজের মধ্যে আমাকে বেশ ভালো মেজাজে রাখা।

গোলাপী। [লজ্জিত ভাবে] তা থাক্‌ব। তবে মাইনেটা—

চপলা। সে ঠিক করে, দেব। দেখ, কাল সকালে তুমি আমাদের বাড়ীতে যেও। আমার নাম চপলা। আমি এখানে এখন আমার বাপের বাড়ীতে আছি; সে বাড়ী কোথায় জানো? বড়বাজারে চাটুর্য্যেদের বাড়ী বল্লে সকলেই চিনিয়ে দেবে। আমার বাপ নীলরতন চাটুর্য্যে, এখানকার জমীদার। বৃষ্টি থেমেছে। আমি যাই। [গমনোদ্যত] বড়বাজারে বাবু নীলরতন চাটুর্য্যের বাড়ী, মনে থাক্‌বে?

গোলাপী। [সসম্ভ্রমে উঠিয়া] হাঁ, থাক্‌বে।

চপলা। আচ্ছা। কাল সকালে দেখতে পাবে যে, আমি নিজের দরকার শেষ হলেই ভুলে যাইনে। [প্রস্থান]

গোলাপী। এরেই বলে কপাল। পড়তে না পড়তে উঠিছি। এখন প্রদীপ জ্বালা যাক্। [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

[স্থান, হুগলিতে নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহান্তঃপুরের ছাদ।
কাল, সন্ধ্যা। চপলা, নির্ম্মলা ও ভট্টপল্লী
হইতে আগতা তাঁহার বন্ধুদ্বয় দামিনী
ও যামিনী আসীনা।]

দামিনী। আহা, এই সৌধচূড়ার কি শোভা!

যামিনী। আহা!

দামিনী। উপরে নির্ম্মুক্ত সান্ধ্য নীলাকাশ।

যামিনী। পদতলে মুঞ্জরিতকিশলয়দলশ্যামলা ধরিত্রী।

দামিনী। আহা কি মধুরই বা মলয় পবন। [গীত।

(আলেয়া—ঝাঁপতাল।)

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে,
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে—
না জানি কেন এত সুধা মলয় বাতাসে,
কি সুখে ধরা ফুলভরা এত হাসি হাসে,
প্রেমের কথা পবন সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভরে' কারে ভালোবাসে।

যামিনী। আর কোকিলকূজনই বা কি মধুর। [গীত।]

(গৌড় সারং—ঝাঁপতাল।)

কি জানি কেন কোয়েলা গায় এত মধুর গানে।
ও কুহু কুহু, কুহুর তান শিখিল কোন্‌খানে।
কত যে নব মিলনকথা, কত দীর্ঘ বিরহব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কুহু কুহু কুহুর তানে।

বলে সে বুঝি "এসেছি আমি ওগো এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় লয়ে স্বর্গ হ'তে নামি,
সঙ্গে লয়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধভরা,
সঙ্গে লয়ে মলয়মধু তব সন্নিধানে।"
মধুরতর মিলন গাথা গেয়েছে কবি শত ;
গায়নি কেহ বিরহগান পাখী রে তোরই মত।
—কি অনুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেদনাময়,—
ও কুহু তাই আকুল করে বিরহীজন প্রাণে।

দামিনী। অ হ হ! [গদগদভাবে অবস্থিতি।]

যামিনী। সখিরে! [তদ্বৎ।]

দামিনী। [চপলাকে] তুমি একটা গাও না সহচরী!

যামিনী। হাঁ হাঁ—একটা বসন্তবিষয়ক!

নির্ম্মলা। ওর গলা আছে বেশ, তবে গান বড় শিখিনি।

দামিনী। একটি গাও স্বজনি।

যামিনী। হাঁ একটি বসন্তবর্ণনা জানো?

চপলা। জানি বৈ কি। তবে বর্ণনাটি আপনাদের মনোমত হবে কি না বল্‌তে পারি নে।

দামিনী। তা হবে তা হবে। তুমি গাও।

যামিনী। [ভাবী গানের রসাস্বাদন করিতে করিতে] আহা!

চপলা। আচ্ছা গাই। বর্ণনাটী কিন্তু একটু মারাত্মক।

[গীত।]

(বসন্ত—একতালা।)

দেখ সখি দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ বুঝি শিশির হইল অন্ত,
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার—সখিরে এল বসন্ত।

দামিনী। বাঃ বেশ। আরম্ভটি খাসা। বসন্ত রাগ দেখ্‌ছি।

যামিনী। সুন্দর। তবে 'টেঁকা' কথাটা—

চপলা। শুনে যান, আরও আছে। [গীত।]

বহিছে মলয় আকুলি, বিকুলি, রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি
এ সময় তাই বিরহিণীগুলি—কেমনে রবে জীবন্ত।

দামিনী। বসন্তে বিরহ শাস্ত্রসিদ্ধ। তবে রাস্তার ধুলো ওড়ার উল্লেখ না কল্লেও চলত।

যামিনী। অন্ততঃ কোন কবি আজ পর্য্যন্ত সেটা করেন নি।

চপলা। কিন্তু কথাটা সত্য কি-না? [গীত।]

ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু বহে ঘাম সব গাত্রে—
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায় শন্‌শনে মশা রাত্রে—

দামিনী। বসন্তে ঘাম বহার কথা কালিদাসের ঋতুসংহারে ত নেই।

যামিনী। আর কোকিল ভ্রমর এ সব থাক্‌তে মশা আর মাছির কথা আনাটা ভালো হয়েছে সখি?

চপলা। ভ্রমর ও কোকিল আস্‌ছে। ব্যস্ত হবেন না।

[গীত।]

ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু, গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচিনে বাঁচিনে উহু উহু উহু—হি হি হু হু হা হা হন্ত।

দামিনী। এটুকু মন্দ নয়।

যামিনী। হ্যাঁ, তবে ভাষাটা একটু উচ্ছৃঙ্খল।

চপলা। শুনে যান না; শোনার পর সমালোচনা কর্ব্বেন।

[গীত।]

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,

দামিনী ও যামিনী। বাঃ বেশ বেশ!

কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি গুড় দিয়ে রাঁধ্ অম্বল।

[দামিনী ও যামিনীর সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত।]

স্মরণে যে ধারা বহে—রসনায়, কি করি কি করি, বাঁচা হল দায়,
ভাঁড়ার-ঘরটা আয় তবে আয় করে' আসি লো তদন্ত।

দামিনী। বসন্তবর্ণনাটি উত্তম নয়।

যামিনী। নাঃ—এসব সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

চপলা। কিন্তু স্বভাব-সঙ্গত। [গীত।]

দেখ সখি দেখ্ বাজারেতে বুঝি ঘি দুধ হইল সস্তা;
কিনে আন্ খেয়ে লঘু করে' নেই বিরহের ভারি বস্তা।

দামিনী। সখি সখি!

যামিনী। এ কি? এ যে অলঙ্কার শাস্ত্রকে বধ করা!

চপলা। [কর্ণপাত না করিয়া গাহিয়া চলিলেন।]

হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে', খেয়ে নিয়ে শুই বিরহশয়নে,
পড়ি গে' অর্দ্ধ-মুদিত-নয়নে গোলেবকাওলি গ্রন্থ।

দামিনী। সখি থাক্ আর গাইতে হবে না।

যামিনী। হাঁ আর কাজ নাই। ক্ষান্ত হও।

চপলা। আর এক কলি মাত্র আছে। [গীত।]

নিয়ে আয় সখি বরফ—নহিলে মরি এ মলয় বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এলনাক পতি—আজ যে মাসের ২৭এ—
নিয়ে আয় পান তাস আন্ ছাই—বিরহের এত জ্বালা—মরে' যাই
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস্ লো ভাই বাহিরে করিয়ে দন্ত!

দামিনী। এ গান বসন্তের অবমাননা।

যামিনী। বিরহের অপবাদ।

চপলা। [সহসা] উহু, উহু! [বক্ষে হাত দিয়া উৰ্দ্ধমুখে] মরি যে !—

দামিনী ও যামিনী। কি হয়েছে সখি ?

চপলা। [চীৎ হইয়া পড়িয়া] ভয়ঙ্কর বিরহ সখি, ভয়ঙ্কর বিরহ। শাস্ত্রে বিরহের কি কি অবস্থা আছে বল, শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে নেই। আমার প্রাণকান্ত যে কখন এসে পড়েন ঠিক নেই।

দামিনী ও যামিনী। সমাশ্বসিহি! সমাশ্বসিহি!

চপলা। [উঠিয়া] আঃ—বাঁচলেম। কই কান্ত কই? পতি কই? বল সখি কি কৰ্ত্তে হবে বল—এখন আমি মূৰ্চ্ছা যাব? না হাস্‌ব? না কাঁদব? না সন্দেশ খাব?

[গোলাপীর প্রবেশ।]

গোলাপী। ছোট দিদিমণি! আপনি একবার বাহিরে আসুন ত।

চপলা। কে—ডাকলে?—উঃ—গোলাপী?—বরফ এনেছ?—চল —যাই—ওঃ—[উভয়ের প্রস্থান।]

দামিনী। তোমার ভগ্নীটি সত্যই চপলা।

যামিনী। একটু অধিক মাত্রায়।

নিৰ্ম্মলা। ওর হাসি তামাসা ঠাট্টা করাটাই স্বভাব।

দামিনী। বসন্তের এরূপ বর্ণনা! যাকে জয়দেব বর্ণনা করেছেন —ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে

যামিনী। মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।

দামিনী। আহা! এই ত বসন্ত।

যামিনী। আহা! এই রকম বসন্তেই ত হয় বিরহ।

দামিনী। এই সময়ে তুমি তোমার প্রাণপতিকে ছেড়ে আছ কেমন করে সখি?

যামিনী। সত্য, সহচরি!

[হাসিতে হাসিতে চপলার প্রবেশ।]

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ—

নির্ম্মলা। [চমকিয়া] কি লা?

চপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—

নির্ম্মলা। হাসিস্ কেন চপলা?

চপলা। হোঃ হোঃ হোঃ—

নির্ম্মলা। হেসে যে গড়িয়ে পড়লি। হয়েছে কি?

চপলা। ফিরিছে।

নির্ম্মলা। কে?

চপলা। মিন্সে।

নির্ম্মলা। কোন্ মিন্সে?

চপলা। স্ত্রীলোকের আবার ক'টা করে' মিন্সে থাকে! সেই মিন্সে—সাধু ভাষায় মনুষ্য, যে আমাকে বিয়ে করে'—সাধু ভাষায় পাণিগ্রহণ করে', কৃতার্থ করেছে। এক কথায় আমার স্বামী—হোঃ হোঃ হোঃ।

[হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া প্রস্থান।]

দামিনী। [গম্ভীরভাবে] সখি! আমরা উঠি।

যামিনী। হাঁ উঠি।

নির্ম্মলা। কেন? কেন?

দামিনী। সখি, মনে বড় ব্যথা পেইছি। [উত্থান।]

যামিনী। হৃদয়ে বড় আঘাত পেইছি। [উত্থান।]

নির্ম্মলা। কেন? কেন ভাই?

দামিনী। যখন আমরা প্রেমের চিন্তায় মগ্ন, তখন এইরূপ তোমার ভগ্নীর হৃদয়হীন উচ্চহাস্য!

যামিনী। এই প্রেমের অবমাননা!

নির্ম্মলা। না না, বোস ভাই, চপলের ঐ রকম স্বভাব, সব বিষয়েই হাসি তামাসা।

দামিনী। আর তার উপরে স্বামীর প্রতি এরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ বিশেষণপ্রয়োগ! মিন্সে! কোথায় বল্‌বে কান্ত, নাথ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা—না মিন্সে!

যামিনী। কোথায় বল্‌বে জীবনবল্লভ, হৃদয়সর্ব্বস্ব, প্রেমকাণ্ডারী, হৃৎসরোজসূর্য্য—না মিন্সে! না সখি! আমরা যাই।

নির্ম্মলা। না না, বোস না ভাই—ওর কথা ধর্ত্তে আছে?

দামিনী। কখন না।

যামিনী। [বক্ষে হাত দিয়া] ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান ও গোলাপীর প্রবেশ।]

গোলাপী। [নির্ম্মলাকে] আপনার জন্যে ছোট জামাইবাবু এই চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন যে, নিজে একটু পরে আসছেন।

নির্ম্মলা। [সাগ্রহে] কৈ কৈ? [পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠারম্ভ ও গোলাপীর প্রস্থান।]

নির্ম্মলা। তাই ত! কথা গুলো ত বড় ভাল ঠেক্‌ছে না।

কি জানি কেন, আর আমার এখানে একদণ্ডও থাক্‌তে মন সর্‌ছে না। দেখি তার পরে কি লেখে। [পাঠ] “আমার মানসিক অবস্থার নাকি ছবি তোলা যায় না, তাই পাঠাইতে পারিলাম না। আমার শোচনীয় শারীরিক অবস্থা তোমার অনুজ্ঞামত প্রেরিত ছবিতে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে।”—কৈ ছবি ত পাঠায়নি।

[চপলার প্রবেশ।]

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ। এমন কালি ঝুলি মেখে এয়েছে যে চেনবার যো ছিল না। মুখ ধুচ্ছিল, আর আমি এক চিলিম্‌চি জল তার মাথায় ঢেলে দিইছি।

নির্ম্মলা। চপল, চিঠিতে লিখেছে যে ছবি পাঠিয়েছে। তা কৈ —ছবি কৈ? জিজ্ঞেসা করে' আয় ত।

চপলা। যেতে হবে কেন? ঐ যে, অশ্বত্থবৃক্ষের ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইতেছে।

[ইন্দুভূষণের প্রবেশ।]

ইন্দু। [চপলাকে] বেশ! সুন্দর অভ্যর্থনা! হুগলী জেলায় বুঝি মাথায় ঘোলা জল ঢেলে আদর করে?

চপলা। মাথা ঠাণ্ডা করে' দিলাম।

ইন্দু। তা বেশ! [নির্ম্মলাকে] কি দিদিমণি! গোবিন্দ বাবুর চিঠি পড়ছেন?—এ যে দিস্তে খানিক।

চপলা। গাধার মোট কি না, অল্প হলে, ত ডাকেই পাঠাতে পার্ত্তেন।

ইন্দু। কি কৃতজ্ঞতা! আমি চিঠিখান বয়ে' নিয়ে এলাম, তার বিনিময়ে আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা?

চপলা। সে আর বানাতে হবে কেন?

ইন্দু। কি রকম!

চপলা। বলি' সে ত গোড়াগুড়িই আছ!

ইন্দু। বাঃ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা!

নির্ম্মলা। সেখানে সব কেমন দেখ্‌লে? তা'রা সব ভালো?

ইন্দু। তা'রা মানে তিনি, আবার তিনি মানে গোবিন্দ বাবু। "ভালো আছেন"? তা আর বলে' কাজ কি? আপনি এসে অবধি তাঁর শরীরের পরিধি যেরূপ দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই তাঁর ষোলকলা পূর্ণ হবে। ভয় নেই। তা ভয় নেইই বা কেমন করে' বলি। [মস্তক কণ্ডূয়ন]

চপলা। কেন?

ইন্দু। না, আর কিছু নয়, তবে তাঁর মধ্যদেশ যেরূপ ক্রমাগত বেলুনের মত স্ফীত হচ্ছে, তা'তে, যদি তিনি ফেটে না যান ত শীঘ্রই আকাশমার্গে উড্ডীন হবেন।

নির্ম্মলা। তোমার তামাসা রাখ দিখি।

ইন্দু। তামাসা!—তবে এই দেখুন তাঁর ছবি। [পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানি ছোট ফটো নির্ম্মলার হস্তে দিলেন।]

নির্ম্মলা। [ছবি সাগ্রহে লইয়া ক্ষণেক দেখিলেন ও পরে তাহা স্বতঃই তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল।]

চপলা। কৈ দেখি! [ছবি কুড়াইয়া লইয়া] এই গোবিন্দ বাবুর চেহারা নাকি? এ কি অসভ্য রকম চেহারা! খালি গায়ে! হাঃ হাঃ হাঃ আবার হাসি হচ্ছে! আবার এক হাতে একটা রেকাবি, আর এক হাতে একটা বুঝি সন্দেশ মুখে দেওয়া হচ্ছে। হাঃ

হাঃ হাঃ ভারি মজার লোক ত। আমার তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে যে।

ইন্দু। [নির্ম্মলাকে] কি দেখ্‌লেন! যে আপনার বিরহে তিনি ছিন্নমূল মাধবীলতার মত শুকিয়ে যান নি।

নির্ম্মলা। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেও কেন?

[সবেগে প্রস্থান]

চপলা। দিদিমণি অত দুঃখিত হলেন যে?

ইন্দু। বোধ হয় তাঁর স্বামী তাঁর বিরহে মোটা হয়েছেন দেখে। স্ত্রীরা ভাবেন যে তাঁরা নইলে স্বামীদের চলে না। তা যে চলে, তাই শুধু আমি দেখাচ্ছিলাম।

চপলা। তবে তুমি বিয়ে কর্ত্তে গিয়েছিলে কেন? তোমাকে ত আর বাপ মায়ে ধরে' বিয়ে দেইনি।

ইন্দু। পুরুষমানুষগুলো জীবনের মধ্যে একবার ক্ষেপে। সে বিয়ে কর্ব্বার আগেই। একটা ক্ষুদ্রবেণীসমন্বিত মাথার নীচে একটা ছোটখাটো গোলগাল মোলায়েম মুখ দেখে বুদ্ধি শুদ্ধি হারিয়ে সে একটা কাজ করে' ফেলে, যার জন্য তাকে আজীবন অনুতাপ কর্ত্তে হয়।

চপলা। তা বটে, তবে সে ক্ষেপামীটা স্ত্রী থাক্‌লেই যায়, স্ত্রী মলেই আবার হয়। গোবিন্দ বাবুই তাঁর দৃষ্টান্ত। বরং স্বামী নইলে স্ত্রীর কতক চলে।

ইন্দু। কিসে?

চপলা। কিসে? স্ত্রী বার বছরে বিধবা হলেও আবার বিয়ে না

করে’ থাকৃতে পারে। আর পুরুষ ৬০ বছরেও স্ত্রী মলেই আবার বিয়ে না করে’ থাকৃতে পারে না।

ইন্দু। তবে তোমরা প্রথমবারেই বা বিয়ে কর কেন ?

চপলা। টাকা রোজগার কর্ব্বার জন্যে একটা স্বামী দরকার, তাই। [কাছে গিয়া ইন্দুর বক্ষঃস্থলে তর্জ্জনী দিয়া মৃদুস্বরে] মোট বইবার জন্য প্রতি ধোপানীরই একটা করে’ গাধা থাকে।

ইন্দু। এই গাধাদেরই বুদ্ধিতে তোমরা দু’ মুটো খেতে পাও। আমরা নইলে কি তোমাদের চলে সোনার চাঁদ ?

চপলা। বটে! আমাদের বুদ্ধিতেই তোমরা করে’ খাও! শ্রীকৃষ্ণ সারথি না থাকলে অর্জ্জুনের সাধ্য কি যে যুদ্ধ কর্ত্তেন। আমরা নৈলে তোমাদের কি চলে দন্তমাণিক ?

ইন্দু। তার দৃষ্টান্ত গোবিন্দ বাবু। তাঁর চল্‌ছে কেমন করে’ মাণিকজোড় ?

চপলা। তাঁর বাড়ীতে কি স্ত্রীলোক একেবারেই নেই!

ইন্দু। তাঁর ভগ্নী আছেন বটে!

চপলা। দেখ্‌লে, ফটিকচাঁদ।

ইন্দু। তিনি নইলে কি আর গোবিন্দ বাবুর চল্‌ত না ?

চপলা। তবে দেখ্‌বে গোপালধন ?

ইন্দু। কি ?

চপলা। পনর দিনের মধ্যে দিদিমণিকে নিতে লোক আস্‌বে।

ইন্দু। দেখি।

চপলা। তা’লে স্বীকার কর্ব্বে যে বুদ্ধিতে তোমাদের হার ?

ইন্দু। হাঁ। আর দিদিমণিরও একটু উপকার হয়।

চপলা। গোবিন্দ বাবুকে কিছু বলে' দিতে পাবে না।

ইন্দু। না, আমি তাঁকে কিছু বল্‌ব না।

চপলা। আর তোমারও একটু কাজ কর্ত্তে হবে। আমি নিজেই কর্ত্তাম, যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ থাক্‌ত।

ইন্দু। কি?

চপলা। বেশী কিছু নয়। সদুদ্দেশ্যে তুই একটা সাদা মিছে কথা।

ইন্দু। তথাস্তু। তবে—

চপলা। এখন চল নীচে। [যাইতে যাইতে] যা' বলি কর দেখি। তার পর দেখো যা বলিছি তা হয় কি না। হাঃ পুরুষ মানুষগুলোকে এই কড়ে' আঙ্গুলের ওপরে করে' ঘুরাতে পারি।

ইন্দু। [যাইতে যাইতে স্বগত] আমাকে ত পার।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—গোবিন্দের বহির্ব্বাটী। কাল—সন্ধ্যা। ডাইনে বায়া সহকারে গোবিন্দ একাকী ফরাসে উপবিষ্ট।]

গোবিন্দ। [তবলাতে চাটি দিতে দিতে] আজ বাদলার দিনে কেউ যে এ-মুখো হচ্ছে না। লোকগুলোর কি বাড়ী থেকে বেরবার নামটি নেই! ইরির জন্যে ত লোকে বিয়ে করে। এসময়ে প্রিয়ার নথ-আন্দোলন মনে পড়ছে, আর আমার প্রাণটা হা হুতাশ করে উঠ্‌ছে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে একটা স্ত্রী বিশেষ দরকার।—এই রামা! বেটা ঘুমোচ্ছে—ওরে হতভাগা গুলিখোর, ষণ্ডামার্ক, মুদ্দোফরাস, হাড়ি ডোম—

নেপথ্যে। এজ্ঞে যাই।

গোবিন্দ। [ভেঙ্‌চাইয়া] এজ্ঞে যাই! এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয়—শীঘ্যির। কি যে করি, ভেবে পাইনে—ঐ যে গোকুল ভায়া ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। ওহে গোকুল ভায়া এস এস।

নেপথ্যে। না না ও পাড়ায় বিশেষ দরকার আছে।

গোবিন্দ। আরে দুত্তর দরকার।—একটা গান গেয়ে যাও।

নেপথ্যে। আমি গাইতে জানি না।

গোবিন্দ। তবে একটু নেচে যাও।

নেপথ্যে। না না বাড়ীতে ব্যারাম। ডাক্তারখানায় যাচ্ছি—

গোবিন্দ। এঃ চলে' গেল!

[রামকান্তের প্রবেশ ও হুঁকা দিয়া প্রস্থান।]

গোবিন্দ। কি করা যায়! স্ত্রীটা ফটো পেয়েও এলো না। এদিকে আমার বুদ্ধিদাত্রী বোনটিও চলে' গেল। বলে' গেল যে বসে' থাক না, স্ত্রী তিন মাসের মধ্যেই চলে' আস্‌বে। তা ত আর আস্‌বার কোন লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে না। একখান চিটিই বা লিখ্‌ল কৈ ?—ঐ যে বংশী যাচ্ছে—ওহে বংশী! একবার এস না এদিকে।

নেপথ্যে। না না দরকার আছে—

গোবিন্দ। ঈঃ—একবারে হন্ হন্ করে' চলে' গেল! এ বাদলার দিনে কোথায় একটু কাজের লোকের মত এসে দু ছিলিম তামাক খাবে, তাস পিট্‌বে, একটু হুইস্কি খাবে, দুটো খোসগল্প কর্ব্বে —না সব কুড়ের মত ছাতা মাথায় দিয়ে এ পাড়া ও পাড়া করে' বেড়াচ্ছে। নাঃ হুইস্কির বোতলটা আনান যাক্।—এই রামা, এই বেটা কুড়ে গাধা।

রামকান্ত। [প্রবেশ করিয়া মুখ খিচাইয়া] কি—

গোবিন্দ। "কিঃ ?" বেটা যেন নবাব! ফের যদি ও রকম উত্তর দিবি ত লাঠি দিয়ে তোর হাত ভেঙ্গে দেব। যা শীঘ্যির হুইস্কির বোতলটা নিয়ে আয়—আর একটা গেলাস।

[রামকান্তের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ এবং বোতল ও গেলাস দিয়া পুনঃ প্রস্থান।]

গোবিন্দ। [বোতল খুলিয়া মদিরা ঢালিতে ঢালিতে] একটু কোম্পানীর উপকার করা যাক্! [সুর করিয়া] "সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি

ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।" এঃ পীতাম্বর যে; আবার সঙ্গে গদাও যে—এস এস ভায়া, এস বাবাজি।

[পীতাম্বর ও গদাধরের প্রবেশ।]

গোবিন্দ। হুইস্কির গন্ধ অত দূর থেকে পেয়েছ? আচ্ছা নাক বাবা! কি, পীতু, সব ভাল ত? বলি শশীর খবর কি? তার ভায়ের স্ত্রীটি না কি মারা গিয়াছে! এই রামা—হরিতারণ শ্বশুরবাড়ী এসেছে শুন্‌লাম। তাকে ধরে' নিয়ে আস্‌তে পাল্লে না? সে এবার ভারি মুটিয়েছে। গদা!—শ্যামচাঁদের মাছ খেতে খেতে কাঁটা গলায় বেধেছিল যে তা গিয়েছে? এই রামা! দুটো গেলাশ নিয়ে আয়। —গোপাল বাবুর বড় মেয়েটি বিধবা হয়েছে।—আহা! তার বয়স কত? ১৫।১৬ বছর হবে না?—সিদ্ধেশ্বরের কোন খবর টবর পেলে?

পীতাম্বর। তুমি একাই যে সব কয়ে' ফেল্লে হে।

গোবিন্দ। আরে সমস্ত দিনটা কথা কইতে না পেয়ে পেট ফেঁপে মরি আর কি। তোমরা এলে, একটু কথা কয়ে' বাঁচ্‌লাম। এই রামা —বেটা নিশ্চয় ফের ঘুমিয়েছে। এই যে—

[রামকান্তের প্রবেশ ও দুটি গেলাস রাখিয়া প্রস্থান।]

গোবিন্দ। [মদিরা ঢালিতে ঢালিতে] আমার সোডা ফুরিয়ে গিয়েছে, জল দিয়ে খেতে হবে। এ বাদলার দিনে চারটি চাল ভাজতে বল্‌ব? [পূর্ণ পাত্র উভয়কে প্রদান]।

পীতাম্বর। আমরা বেশীক্ষণ বস্‌ব না। কাজ আছে [পান]

গোবিন্দ। আচ্ছা যা হোক্—পৃথিবী শুদ্ধ লোকের এক দিনেই সব কাজ! তবলাটা রয়েছে একটা গান ধর না হয়।

গদা। না না দেরি হয়ে যাবে [পান]

গোবিন্দ। আরে বসই না।

পীতাম্বর। না না আর না। এখন উঠি।

গদা। বাড়ীতে উত্তম মধ্যমের ভয় আছে ত।

[উত্থান]

গোবিন্দ। সকলেরই ঐ দশা ?

গদা। আরে হাড় জ্বালাতন করেছে। একটু যেতে দেরি হলেই কেঁদে কেটে একটা হাঙ্গাম বাধায়।

গোবিন্দ। তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পার না।

পীতাম্বর। আরে তা'লে কি আর ঘর সংসার চলে!

গদা। আর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতেই রাখ্‌ব ত বিয়ে না কল্লেই চল্‌ত।

গোবিন্দ। তা একটু পরে যেও'খনি। একটু বসো না।

পীতাম্বর। না না আমার বাড়ীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী পালিয়েছে। স্ত্রীরও অসুখ—শয্যাগত। দেখি এ পাড়ায় হরের মাকে যদি পাই। [উত্থান]

গদা। (আমারও ঝি পালিয়েছে। বেহাই এয়েছে।—তাই পাঁঠার মাংস আন্তে যাচ্ছি—[উত্থান]

গোবিন্দ। পাঁঠার মাংসর সের কত করে' ?

গদা। আট আনা করে'! আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]।

গোবিন্দ। সব শালাই সমান। দেখি খাবারের দেরি কত)। এই রামা—ফের ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। জ্বালালে। ওরে ষণ্ডামার্ক, চোর, বজ্জাত, হারামজাদা।

[রামকান্তের প্রবেশ।]

গোবিন্দ। ফের ঘুমোচ্ছিলি ?

রাম। ঘুমোব কেন ! আয়েস কর্চ্ছিলাম।

গোবিন্দ। [সাশ্চর্য্যে] আয়েস কচ্ছিলি। মুনিবের সম্মুখে বল্‌তে লজ্জা করে না ! আর তুই কি দিবারাত্রই আয়েস কর্ব্বি ? এদিকে আমি ডেকে ডেকে সারা !

রাম। অমন ডাক্‌তি নেই। রক্ত মাংসের ধড় ত। সকাল থেকে খ্যাটে খ্যাটে—

গোবিন্দ। বটে ! সকাল থেকে কি খেটেছিস্ বল্।

রাম। এই তামাক ত সাজছিই সাজছিই। তার পর বাজার করা।

গোবিন্দ। তোর আর কাল থেকে বাজার কর্ত্তে হবে না।

রাম। মুই কর্ব্ব না ত কে কর্ব্বে ?

গোবিন্দ। কেন ! ঝি কর্ব্বে।

রাম। ঝি বাজার কর্ব্বে ! তবে মোরে আর মাইনে দিয়ে রাখা কেন ? মুই বৈসে বৈসে মুনিবের মাইনে খাতি পার্ব্ব না। একটা ত ধরম আছে।

গোবিন্দ। বেটা এখনি বলে 'খেটে খেটে সারা' আবার বলে বসে' বসে' মাইনে খেতে পার্ব্ব না। তোর বসে' বসে' খেতে হবে না। তুই তামাক সাজবি।

রাম। আর বাজার কর্ব্বে ঝি ! তা'লে ঝিই বাড়ীর গিন্নী হল ; আর মুই হলাম চাকর।

গোবিন্দ। তুই চাকর নয় ত কি মুনিব ? আর ঝিই বাড়ীর গিন্নী

হল কিসে? গিন্নীতে বুঝি বাজার করে?—যা দেখে আয় খাবারের দেরি কত—হাঁ, আর আজ কি যে বাজার কল্লি তার ত হিসেবটাও দিলিনে।

রাম। আপনি যে খাচ্ছিলে।

গোবিন্দ। তোর জন্যে কি আমি খাবও না? আর সারাদিনই কি বসে' বসে' খাচ্ছি?

রাম। তা বৈ কি। আর তার পরে যে সব দুপরটা বিকেলটা ঘুম দিলে! আর মুই ঘুমোলেই য্যাত দোষ।

গোবিন্দ। বেটা, তুই আর আমি সমান?—কি কি বাজার কল্লি বল্।

রাম। [ট্যাক হইতে হিসাব বাহির করিয়া] এই আলু দু' সের, ৵১৫,

গোবিন্দ। কাল যে দু সের এনিছিলি! ফুরিয়ে গেল?

রাম। তা ফুরোবে না? আপনি ত কচি খোকাটি নও যে দিন এক সের আলুতে হবে!

গোবিন্দ। কচি খোকায় বুঝি দিন এক সের করে' আলু খায়—আচ্ছা, তার পর?

রাম। ঘি এক সের—২॥৫

রুইমাছ এক সের—১।৶৫

বেগুন ৪টে—।/১০

ময়দা এক সের—।৵১০

গোবিন্দ। পাঁঠার মাংস আনিস্ নি?

রাম। আন্‌ব না কেন! পাঁঠার মাংস দু সের ২৲

গোবিন্দ। এক টাকা করে’ পাঁঠার সের! কাল যে পনর আনা করে’ এনিছিলি—

রাম। বাজারের দর কবে বাড়ে, কবে কমে, তার কিছু ঠিকেনা নিশেনা আছে?

গোবিন্দ। দর যে কখন কম্‌ল তা ত দেখ্‌লাম না—বাড়ছেই'

রাম। আপনার খাওয়াও যে বাড়ছেই।

গোবিন্দ। খাওয়া বাড়্‌ছে বলে’ দর বাড়্‌বে? বেটা আমাকে গাধা বোঝাচ্ছে। এখনি গদা বলে’ গেল, পাঁঠার মাংসের সের ॥৹ করে’! কাল থেকে আমি নিজে বাজারে যাব। বেটা আমাকে কেবল ঠকাচ্ছিস্ বোধ হচ্ছে। যা বেটা, বেরো বাড়ী থেকে! [তাড়া করায় রাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল] বেটা আমায় পেয়ে বসেছে

[ধোপানীর প্রবেশ।]

ধোপানী। কাপড়গুলো গুণে নেবা না? কতক্ষণ বসে’ আছি।

গোবিন্দ। আচ্ছা আজ রেখে যা; কাল সকালে আসিস্।

[ধোপানীর প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাড়ীর হ্যাঙ্গামও ত কম নয়। আগে বোন্‌টা ছিল, সব দেখ্‌ত শুন্‌ত। তা সেও চলে’ গেল। এখন আগের ডবল খরচ হচ্ছে বোধ হয়। তবু ভাঁড়ার নিজে রাখি!

[রসুই ব্রাহ্মণের প্রবেশ।]

রসুই ব্রাহ্মণ। বাবু যে তেল দিয়েছিলেন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর একটু তেল বের করে’ দিতে হবে।

গোবিন্দ। এই চাবি নেও [চাবি প্রদান] আবার চাবি এখনি দিয়ে যেও। [রসুই ব্রাহ্মণের প্রস্থান] নাঃ এরা জ্বালাতন কল্লে।

স্ত্রীকে নৈলে আর কোন মতেই চলে না। বিরহের প্রকৃত মর্ম্ম এখন বুঝ্ছি।) [গীত ।]

(বেহাগ—ঝাঁপতাল)

বিরহ জিনিসটা কি,
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি।
যখন দাঁড়ায় আসি' রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়ে বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
যদিও রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না;
দু সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন, বিরহবেদনা আর সয় না সয় না;
বুঝিয়ে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি;
ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি;
ভাবিয়ে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

নাঃ স্ত্রীকে আন্তে লোক পাঠাতে হচ্ছে। কিন্তু তা'লে যে সে এসে পেয়ে বস্‌বে। কি করি!

[রামকান্তের প্রবেশ।]

গোবিন্দ। বেটা কি চাস্?

রাম। একখানা চিঠি [চিঠি প্রদান]

গোবিন্দ। ডাকের চিঠি দেখ্‌ছি। এতক্ষণ দিস নি?

রাম। বেভুল হয়ে গিইছিল।

গোবিন্দ। খেতে ত বেভুল হয় না। বেটাকে দিন কতক কেবল বেত দিতে হয়। [রামকান্তের প্রস্থান] এ চিঠিখানার খাম খুব বড় দেখছি। আবার ভারি ভারি ঠেকছে। কে লেখে খুলে' দেখি। ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ও! ইন্দু। ভায়া কি লেখেন দেখা যাক্; এঃ কাগজে মোড়া আবার একখানা ছবি। কার? স্ত্রীর নাকি?—বুঝি এটা আমার ফটোর জবাব।—দেখি। ঈঃ! এ যে মেলা লোক।—তুটো স্ত্রীলোক আর তুটো পুরুষ। ইনি ত আমার গৃহিণী। মুটোয়নি বরং কাহিলই হয়েছে। যাক্, বাঁচা গিয়েছে।—এ ত ইন্দু। আর এ মেয়েটি কে? আর এ ছেলেটেই বা কে? এঃ এর একবারে ইংরিজী পোষাক যে!—হাতে ছড়ি, মাথায় বিলিতি টুপি।) চিঠি খানা পড়ে দেখি। [নীরবে পাঠ] এঁ্যা! কথাটা ত ভালো নয়। ("ইনি আমার স্ত্রীর ও আপনার স্ত্রীর পুরাতন বন্ধু—নাম শ্রীশরৎকুমার হালদার।" দেখি শরৎকুমার হালদার! [ছবি লইয়া দেখিয়া] এ আবার আমার স্ত্রীরই চেয়ারের ঠিক পিছনে—এক হাত আবার তার ঘাড়ের ওপর!—কথাটা ত ভালো নয়। নাঃ, তাকে আস্তে এখনি লোক পাঠাতে হচ্ছে। বন্ধুফন্ধু রেখে দাও। এত বন্ধুত্ব ভালো নয়। একেবারে আমার স্ত্রীর ঘাড়ে হাত!) এমন ঘরেও বিয়ে করে? উঁহুঃ!—আস্তে হচ্ছে। কিন্তু একটু কৌশল করে' আস্তে হবে যাতে আসল কারণ টের না পায়। দেখি রামাটার সঙ্গে পরামর্শ করে'। ওকেই পাঠাতে হবে। বেটা চোর বটে, কিন্তু, ওর পেটে পেটে বুদ্ধি! [কাশিয়া] এই রাম, ওহে রামকান্ত, ও প্রিয় ভৃত্য রামকান্ত—ও আমার প্রাণাধিক রামকান্ত প্রসাদ!

[রামকান্তের প্রবেশ।]

রাম। [মোলায়েম ভাবে] এজ্ঞে। [স্বগত] বাবুর মেজাজ যে ভারি নরম হয়ে গেল!

গোবিন্দ। দেখ রাম, একটা কাজ কর্ত্তে পার বাবা!

রাম। এজ্ঞে আপনি বল্লে আর পার্ব্ব না?

গোবিন্দ। কাজটি অতি সোজা। এমন কি সন্দেশ খাওয়ার চেয়েও সোজা।

রাম। [মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে] তবে নিচ্চয় ভারি খুব সোজা।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। তবে কি না একটু বুদ্ধি দরকার। তা তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি ত বেশ আছে দেখ্‌তে পাই।

রাম। এজ্ঞে। বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছি কর্ত্তা!

গোবিন্দ। বুদ্ধির জোরেই করে খাচ্ছ নাকি? তা বেশ। খাবে বৈ কি! আর শোন,—তোমাকে দিয়ে সে কাজটি যেমন হবে, আর কাউকে দিয়ে তেমন হবে না।

রাম। এজ্ঞে না!

গোবিন্দ। তুমি হলে বাড়ীর পুরোণ চাকর। তোমার ক'বছর চাকরি হোল?

রাম। এজ্ঞে পাঁচ বছর কি কুড়ি বছর হবে।

গোবিন্দ। হুম্‌—তোর প্রায়—সাত বছর চাকরি হোল। না?

রাম। এজ্ঞে। কষে' নেও।

গোবিন্দ। কষে' নেবো? তোমার বয়স কত হোল বাবা?

রাম। অত কি কর্ত্তা খেয়াল থাকে? বোধ করি এক কুড়ি হবে।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ! তোর বয়স চল্লিশ বছরের এক কাণা-কড়িও কম নয়।

রাম। এজ্ঞে তা ঠিক! আপনি কত বল্লে?

গোবিন্দ। এই ৩৪ কি ৩৫ বছর হবে, না?

রাম। সে ক'গণ্ডা?

গোবিন্দ। সে খোঁজে তোর দরকার কি—তুই ত আর বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছিস্ নে—যাচ্ছিস্ নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ—তা বিয়ের সাধ যায় মলে'! তা শোন্, যদি তুই আমার এই কাজটা কর্ত্তে পারিস্ ত তোর বিয়ের খর্চ্চা দিয়ে দেব। দেখ্ পার্ব্বি?

রাম। [সজোরে] হাঁ খুব পার্ব্ব—

গোবিন্দ। শোন্ তবে। তোর মাঠাকুরুণ অর্থাৎ আমার গিন্নী—বুঝ্লি?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। রাগ করে' তার বাপের বাড়ী চলে' গিয়েছে। বুঝ্লি?

রাম। এজ্ঞে, এর আর শক্তটা কম্নে! কি বল্লে বাবু?

গোবিন্দ। বুঝ্তে পাল্লিনে! তোর মাঠাকুরুণ এখন ত তার বাপের বাড়ীতে?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। তাকে তোর গিয়ে নিয়ে আস্তে হবে।

রাম। [স্বগত] তা'লেই ত মোর মুস্কিল। [প্রকাশ্যে] তিনি যদি না আসে?

গোবিন্দ। তা' হলে ছলে বলে কৌশলে নিয়ে আস্বি।

রাম। [ভাবিয়া] রাস্তা দিয়ে হেঁছড়াতে হেঁছড়াতে নিয়ে আস্‌ব নাকি ?

গোবিন্দ। আরে না। বেটা বুঝেও বুঝ্‌বে না। তাকে কোন রকমে ভজিয়ে নিয়ে আস্‌বি। জান্তে দিবিনে যে আমি তাকে আস্তে পাঠিইছি। বুঝ্‌লি ? এমন একটা কিছু বানিয়ে বল্‌বি যাতে সে না এসে আর থাক্‌তে না পারে।

রাম। [ভাবিয়া] তবে বল্‌ব যে বাবু কলেরায় মর মর !

গোবিন্দ। উঁহু। সে চালাকি বুঝ্‌তে পার্ব্বে। 'মর মর' বল্লে হবে না।

রাম। তবে বল্‌ব, বাবু মরেছে।

গোবিন্দ। দূর বেটা। যা, তোকে দিয়ে হবে না। যদি এটা কর্ত্তে পার্ত্তিস বাবা, তা'লে তোকে পঞ্চাশ টাকা বক্‌শিশ দিতাম !

রাম। এঁ্যা—তবে বল্‌ব যে এই ব'শেখ মাসে বাবুর বিয়ে—

গোবিন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ! তোকে দিয়েই হবে। বেশ ! বেটার পেটে পেটে বুদ্ধি।

রাম। এজ্ঞে হ্যাঁ। কেবল সেটা তলায় পড়ে' থাকে। একটু ঘাঁটিয়ে নিলেই হয়।

গোবিন্দ। ঘাঁটিয়ে নিলেই হয় বুঝি ! তবে তুই সকালে যাস্। বেশ গুছিয়ে বল্‌বি। কথা টথা আগে থেকে বানিয়ে নিয়ে যাবি বেশ করে'।

রাম। এজ্ঞে।—বক্‌শিশের কথা মনে থাকে যেন কর্ত্তা।

গোবিন্দ। তা থাক্‌বে। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান,—হাঁসখালিতে চূর্ণি নদীর ধারে খেয়াঘাটের দোকান।
কাল—অপরাহ্ণ। রামকান্ত, নিতাই ও অর্জ্জুন
নামা দুই জন হাঁসখালিবাসী উপবিষ্ট
ও তামাকুসেবনে ব্যস্ত।]

রাম। বলি নেতাই! তোদের গাঁয়ে যে একটা জবর মেয়েমানুষ আছে, তারে চিনিস্ ভাই?

নিতাই। কে সে?

রাম। আরে মুইও ত তাই জিজ্ঞেসা কচ্ছিলাম। সেই যে ঐ ঘোষপুকুরের কিনারায় তার বাড়ী। বয়স বছর ১৫।১৬ হবে। নামটা শুনিছি গোলাপী। যেমন নাম তেমনি জবর দেখ্‌তি।

অর্জ্জুন। বুঝিছি বুঝিছি। ও সেই মাইতির মেয়ে।

রাম। কোন্ মাইতি?

অর্জ্জুন। কে জানে কোন্ মাইতি। তার ত এখানে ঘর নয়। কেন, সে তোর কি করেছে?

নিতাই। তারে দেখ্‌লি কেম্‌নে?

রাম। [গীত।]

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি করে', চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল——ঠিক এ—এইখানে।

রাম। তার রং যে বড্ডই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা
নিতাই ও অর্জ্জুন। তার রং যে বড্ডই তারে ফর্সা পাবি হয় না ভরসা
[একত্রে]

রাম। তার জন্যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান।
নিতাই ও অর্জ্জুন। তার জন্যে করুক যতই প্রাণ আনচান॥
[একত্রে]

রাম। ও পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি শান্তিপুরে ;
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই, শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর, যেন পটল চেরা,
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—সকলকার সেরা॥
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]।
ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁকা পায়ে বাঁকা মল ;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে চল-চল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি একরত্তি ;
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]।
তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর বলবো কিরে ;
তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বলিনি রে ;
মুই মিথ্যে কবা'র নোক নইরে—করিনিও ভুল ;
ও তার হেঁটুর নীচে চুল রে ভাই হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফরর্সা [ইত্যাদি]।
তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট, গোল গাল যে তার ঢং ;
আর কি বলব মুই ওরে নেতাই। কিবে যে তার রং ;
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল করে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়ানের ছুরি।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]।

নিতাই। তা তার সাথ আর পীরিতি করে' কি হবে!

রাম। কেন ওরা ত কৈবর্ত্ত।

অর্জ্জুন। তোর তারে বিয়া কত্তি সাধ গিয়েছে না কি? তা ত হবার যো নেই।

রাম। কেন ওরা কৈবর্ত্ত না?

অর্জ্জুন। কৈবর্ত্ত না কি আর বেরাহ্মণ? ও কৈবর্ত্ত, ওর বাপ কৈবর্ত্ত, আর ওর ঠাকুর্দ্দা—সেও বুঝি কৈবর্ত্ত।

রাম। তবে ওর সাথ মোর বিয়া হবে না কেন?

অর্জ্জুন। আরে ওর যে একটা সোয়ামী আছে। তুই কি ভাবিস্ যে ওর এত্‌দিন বিয়া হয় নি!

রাম। বটে বটে। সে কথাটা ত এতদিন খেয়াল করি নি। ওর যে সোয়ামী আছে!

নিতাই। কোথায় ওর সোয়ামী? সে কি আর আছে? সে নিঃযুশ মরেছে। আজ আট বছর সে ফেরার। বেঁচে থাক্‌লে সে কি আর এতটা দিন আস্‌ত না?

রাম। [সাগ্রহে] বটে! তবে ত বিয়া হয়।

অর্জ্জুন। আরে বিধবার কি আর বিয়া হয়?

নিতাই। তা হবে না কেন? ঐ সে দিন কেষ্টনগরে বৈকুণ্ঠবাবুর—

অর্জ্জুন। তার কি আর জাত আছে? 'সে নতুন আইনে বিয়ে।

রাম। তা জাত না রৈল ত মোর এইটি। মুই তারে লয়ে দ্যাশত্যাগী হতে পারি।

অর্জ্জুন। বটে! এত দূর?

রাম। আরে তার এক চাহনির দাম হাজার টাকা।

অর্জ্জুন। তুই ত তারে বিয়ে কর্ব্ব বলে' ক্ষ্যাপ্‌লি,—তবে সে বিয়ে কল্লে ত।

রাম। তাও ত বটে! সেটা ত মুই এত্‌দিনটা ভাবিনি। [ভাবিয়া]—তা তাকে রাজি কর্ব্ব।

অর্জ্জুন। তা কর্ব্বি করিস্। কিন্তু তার স্বভাব চরিত্তিরটা ভাল য় বলে' রাখ্ছি।

রাম। তা মোর স্বভাব চরিত্তিরটাই বা কি এমন ধর্ম্মপুত্তুর ধিষ্টিরের মত।

নিতাই। তা সে ত আর এ গাঁয়ে নেই।

রাম। [হতাশভাবে] এঁ্যা—তবে সে কোতায়?

নিতাই। সে কোতায় চলে' গিয়েছে।

রাম। তবে! [পিছন দিকে দুই হাত দিয়া মাদুর ধরিয়া চিৎ ইয়া হাঁ করিয়া রহিল।]

অর্জ্জুন। সে শুনি হুগলি গিয়েছে চাকরি কর্ত্তি।

রাম। [সোৎসাহে উঠিয়া] বলিস্ কি! মুইও ত সেথা যাচ্ছিরে। রেই ত বলে কপাল! [পরিভ্রমণ।]

অর্জ্জুন। তারে কি আর সে-সহরের মধ্যে ঢুঁড়ে নিতে পার্ব্বি?

রাম। তা দেখি কি হয়। ভাগ্যিস আজ তোদের দেখা পাইছলাম ভাই।

নিতাই। মুই উঠি।

অর্জ্জুন! মুইও যাই। তবে রাম ভাই তুমি বসি রও, মোরা উঠি।

রাম। মুইও যাই।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

[স্থান—ভাগীরথীর একটি বাঁধান ঘাট। কাল—বিকাল।]

গোলাপীর প্রবেশ।

গোলাপী। এই ঘাটে একটু বসে' নেওয়া যাক্। বাপ্ চন্দননগর কি এখেনে? [ঘাটে উপবেশন] উঃ পা ধরে' গিয়েছে। দিদিমণি বল্লে থাক্, এক দিন তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাব' খনি। তা আমার যেমন গেরো! বল্লাম নিজেই গিয়ে দেখে আসি। খাসা গাড়ী করে' যাওয়া যেত।—বাঃ! ঘাটে কেউ নেই দেখ্ছি। বেশ হাওয়া হচ্ছে। [গীত]

(বেহাগ—আড়খেমটা।)

সে কেন দেখা দিল রে   না দেখা ছিল রে ভালো,
বিজলির মত এসে সে   কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখ্তে না দেখ্তে সে   কোথা যে গেলরে ভেসে;
যেন কোন্ মায়া-সরসী   ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।
যেন কোন্ মোহন বাঁশিরে   সুমধুর জ্যোছনা নিশি—
বাজিতে না বাজিতে সে   জ্যোছনায় গেলরে মিশি,
যেন বা স্বপনেতে কে   আমারে গেলগো ডেকে,
প্রভাত আলোরই সনে   মিশালো যেন সে আলো।

[রামকান্তের প্রবেশ।]

রাম। [স্বগত] হাঁ সেই ত বটে। মোর কি কপালের জোর! বাঃ! কি চেহারা, যেন একেবারে কেষ্টনগরের বাদামে গুল্লি! আর গলাই বা কি—যেন শান্তিপুরের খয়ে মোয়া। কি করে' এর সঙ্গে আলাপ সুরু করি? [ভাবিয়া] হাঁ হয়েছে। [প্রকাশ্যে] হেঁ গা! তোমাদের এ সহরে গরু আছে?

গোলাপী। [তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হাঁ আছে। কেন ?

রাম। এঁ্যা—এঁ্যা—তাদের কটা করে' শিং ?

গোলাপী। আরে মলো !—গরুর আবার কটা করে' শিং থাকে !

রাম। [সরিয়া আসিয়া] এঁ্যা—তাই জিজ্ঞেসা কচ্ছিলাম। [নিকটে উপবেশন]

গোলাপী। তা কচ্ছিলে ত কচ্ছিলে। অত কাছে ঘেঁষে বস কেন ?

রাম। এঁ্যা [ভাবিয়া] আর বল্‌ছিলাম তোমার গলাটি ত খাসা [আরও সরিয়া আসিল।]

গোলাপী। খাসা ত খাসা। তা তোর তাতে কি বিট্‌কেলে মিন্‌সে ?

রাম। না তাই বল্‌ছিলাম। মুই ওস্তাদ মানুষ কি না। সওদাগরেই রতন চেনে।

গোলাপী। আরে ! এও ত বড় মন্দ নয়।—ওস্তাদ মানুষ হস্ না হস্ তাতে আমার কি ?—অত ঘেঁসে বস্‌লে ভালো হবে না বল্‌ছি।

রাম। আহা ! রাগো কেন ভাই ? তোমার সঙ্গে ত এই নতুন দেখা নয়।

গোলাপী। তোর সঙ্গে আবার আমার কবে দেখা হোল ?—আরে মোলো !

রাম। কেন সেই হাঁসখালিতে ঘোষেদের পুকুরের ধারে।

গোলাপী। [স্বগত] এ আমারে চেনে দেখ্‌ছি [প্রকাশ্যে] তা হইছিল ত—হইছিল। তা এখেনে কি ?

রাম। এখেনে মুই আজ আইছি—যাব নীলরতন চাটুর্য্যের বাড়ী

—পথে তোমায় দ্যাখ্‌লাম, পুরোণ আলাপী নোক—তাই ভাব্‌লাম দুটো কথা কয়ে যাই।

গোলাপী। [স্বগত] এ যে দিদিমণির বাড়ীই যাচ্ছে [প্রকাশ্যে] সেখেনে কেন যাচ্ছ?

রাম। মোদের মাঠাকরুণকে আন্তি। বাবু পেঠিয়েছে।

গোলাপী। তোর বাবুই বা কে আর তোর মাঠাকরুণই বা কে?

রাম। বাবু কে? তা জানো না! কেষ্টনগরের গোবিন্দ মুখুয্যে! তাঁরে না জানে এমন মানুষ কটা? মোর মাঠাকরুণ তাঁরই ইস্তিরি—নীলরতন বাবুর বড় মেয়ে।

গোলাপী। [স্বগত] তবে ত সত্যিই এ বড় দিদিমণির শ্বশুর-বাড়ীর চাকর [ভাবিয়া] না, একে চটান হবে না দেখ্‌ছি।

রাম। ভাব্‌ছ কি—ঠাকরুণ—একটা গান শুন্‌বা!

গোলাপী। শুনি।

রাম। [গীত] (পূরবী—আড়া।)

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল—
আর সে নিজে বসে বেড়ে, টাকা কড়ির চিন্তে ছেড়ে—
গাচ্ছিল [উঁচু দিকে মুখ কোরে]—এই পুরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া হুয়া, হুয়া, ক্যা হুয়া রে ক্যা ক্যা ক্যা।

গোলাপী। [কাণে হাত দিয়া] বাপ্‌রে মোলাম! তোমার আর গাইতে হবে না।

রাম। দেখ্‌লে?

গোলাপী। শুন্‌লাম বটে। বেশ গান।

রাম। তবুও সেটা গাই নি।

গোলাপী। সে আবার কোন্‌টা?

রাম। তবে শোন্‌। [গীত ধরিল]।

তোরে না হেরে রে মোর—আন্দাজ, হয় দিনে গড়ে—
বার পঁচিশ চাঁদপারা ঐ মুখখানি তোর মনে পড়ে।
যেমন মুই উঠি ভোরে,—
পূবে চাই পচ্চিমে চাই, কোথায় দ্যাখিনে তোরে,
তেখন প্রাণ কেঁদে উঠে, ভেউ ভেউ কোরে;
বল্‌তে কি—তেখন রে মোর জানটা আর থাকেনা ধড়ে।
যেখন গো বেলা দুকুর—
বেভ্যুল হয়ে দেখ্‌ছি যেন তোরে আর সেই পানা পুকুর;
পরে দ্যাখি শুয়ে শুধু কেলে কুকুর,
তেখন মোর ডুক্‌রে ডুক্‌রে পরাণ যে কেমন করে।
বিকেলে নেশার ঝোঁকে,—
মনে হয় আঁবগাছতলায় যেন পরাণ দ্যেখ্‌ছি তোকে
পরে আর, দ্যাখ্‌তি পাইনে সাদা চোখে—
তেখন মোর গলার কাছটা কি যেন রে এঁট্যে ধরে।
রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে,—
স্বপ্নে মুই দ্যাখি তোরে, তার পরে ঘুম ভেঙ্গে, ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস কোরে,
কলাগাছ পড়ে যেমন চৈত্তির কি আশ্বিনের ঝড়ে।
বটে তুই থাকিস দূরে,—
থাক্‌না তুই পাবনা জেলায় আর মুই থাকি কাজিপুরে,
তবু জান উজান্‌ চলে ফিরে ঘুরে,—
যেথাই র'স তোরই জন্যে মোরি মাথায় টনক নড়ে।

রাম। কেমন!

গোলাপী। বেশ!—তোমার এত পীরিত কার সঙ্গে হোল?

রাম। তবে বল্‌ব সত্যি কথাটা?—তোর সাথ গোলাপী, তোর সাথ। যে দিন মুই তোরে, সেই হাঁসখালির ডোবার ধারে দ্যাখিছিলাম, সে দিন থেকে [করুণস্বরে] কি বল্‌ব গোলাপী, মুই মরে’ বেঁচে আছি। তোর যে কত তল্লাস করিছি, তার আর কি কইব মুই [চক্ষু মুছিল।]

গোলাপী। তা আমার সঙ্গে পীরিত করে’ কি হবে? আমার যে সোয়ামী আছে।

রাম। মোর কাছে কেন আর ঢাকিস্ গোলাপী? তোর স্বামী ত দশ বছর ফেরার। সে কি আর আছে? সে মরেছে।

গোলাপী। তা’ হলেও বিধবার কি বিয়ে হয়?

রাম। তা হয় আজকাল নতুন আইনে মুই শুনিছি। মোদের কেষ্টনগরে তা হয়েছে—কি বলে—বিদ্যেসাগরের মতে।

গোলাপী। তা’ হলে যে জাতে ঠেলা কর্ব্বে লোকে। নইলে তোমাকে বিয়ে কর্ত্তে আর কি?

রাম। [আবার করুণ স্বরে] তা করুক্, তোরে নিয়ে আমি দেশত্যাগী হব গোলাপী।

গোলাপী। [সস্মিতমুখে] কেন, তোমার এত দিনে বিয়ে হইনি?

রাম। বিয়ে কোথায়? একবার কোন্ ছেলেবেলায় হইছিল—সে ভুলে গিইছি। হুঁঃ সে আবার বিয়ে!

গোলাপী। কেন? সে বৌ কোথা?

রাম। আরে রাম! সে আবার বৌ! সে মরেছে।

গোলাপী। কিসে মলো ?

রাম। কিসে আবার! অপঘাত।

গোলাপী। কি ? বজ্রাঘাত ?

রাম। বজ্রাঘাত নয় চপেটাঘাত—[একটু হাসিল ; ভাবিল ভারি রসিকতা করিয়াছে।]

গোলাপী। সে কি রকম ?

রাম। এই—তা তোর কাছে আর মুই মিথ্যে কইব কেন ? তুই আর মুই এখন ত এক জান। কেবল ধড় আলাদা। তবে যদি তুই কাউকে না বলিস্—

গোলাপী। [সকৌতূহলে] না কাউকে বল্‌ব না—

রাম। তবে শোন্। আমার বিয়ে হয় সুজামুটা পরগণায় হিঞ্চিংড়ে গাঁয়ে—কি ?

গোলাপী। না একটা পিঁপড়ে। তার পর ?

রাম। তার পরে এক দিন কি কথায় কথায় মুই তার রগে এক চড় দেলাম। যে দেওয়া, আর সেই সে ঘুরে পড়্‌ল। আর যে পড়া, সেই মরা। মোর শালা বল্লে যে, মোর শ্বশুর পুলিশ ডাক্‌তে গিয়েছে। এই শুনেই মুই চম্পট! কি—চমকালি যে ?

গোলাপী। না না। তোমার শ্বশুরের নাম কি ?

রাম। গোকুল মাইতি। শালার নাম নীলমণি।

গোলাপী। তোমার নাম ?

রাম। মোর আসল নাম বেচারাম। কিন্তু সেই দিন হ'তে মুই নাম ভাঁড়িয়ে হলাম রামকান্ত।

গোলাপী। এ কথা সত্যি ?

রাম। তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি। সে বৌ মরেছে। মুই পুলিশের ভয়ে ফেরার হয়ে কৈষ্টনগরে গোবিন্দ বাবুর বাড়ী নকরি নেলাম। নৈলে মোর বাপ বড়মাইনষ। (নকরি না কল্লেও চলে।) কি উঠিস্‌ যে গোলাপী! মোরে পুলিশ ধরিয়ে দিবি না কি? না গোলাপী, মুই তোর পায়ে ধরি, ধরিয়ে দিস্‌নে। [এই বলিয়া সে গোলাপীর পায়ে ধরিতে গিয়া ভুলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল]।

গোলাপী। না না ছাড় ছাড়। ধরিয়ে দেব কেন? [স্বগত] তবে ত দেখ্‌ছি এই ত আমার (ফেরার) স্বামী। [প্রকাশ্যে] তুমি যে আমাকে বিয়ে কর্ত্তে চাচ্চ, তা আমি কার মেয়ে, আমার স্বভাব চরিত্র কেমন, এ সব না জেনে এক অজানা অচেনা মেয়ে মানুষকে বিয়ে কর্ব্বা?

রাম। সত্যি কথাটা কি, মুই শুনেছি যে তোর স্বভাব চরিত্তিরটা ভালো নয়। (তা মোরই বা সেটা এমন কি ভালো? তোরে মুই এমনি ভালোবাসি যে্যা ও সব ভাবৃবার সময় নেই।) তোরে মুই সাদি না কল্লে মোর জান যাবে।

গোলাপী। তুমি এখেনে মাঠারুণকে নিতে এসেছে। কবে ফিরে যাবা?

রাম। (সত্যি কথাটা কি? মাঠারুণ বাড়ী থেকে রাগ করে' চলি আইছে। বাবু ত তার আসার পরে আন্দাজ তিন মাস খুব নাতি' খাতি' নাগ্‌ল। তার পর একদিন মোরে কয় 'রামকান্ত!' মুই কই 'এজ্ঞে'। বাবু বলে 'রাম তোমার একটা কাম কর্ত্তি হবে বাপু', মুই কই 'কি কাম?' বাবু কয় 'এই ইস্তিরিকে তার বাপের বাড়ী থেকে ফিকির করে' নিয়ে আস্‌তি হবে। মুই ত তাতে নারাজ—সে এক

দজ্জাল মেয়ে। মুই তো ঘাড় নেরে কই 'তাই ত—সে বড় শক্ত কাম, মুই কর্ত্তি পার্ব্ব না।' তার পর কি না বাবু কয় 'যদি বাপু এটি কর্ত্তি পার ত তোমারে পঞ্চাশ টাকা বকৃশিশ দেব।' তেখন মুই কই 'বাবু—হেঁ হেঁ রামকান্তের অসাধ্যি কি—এ ত সোজা কতা।' তার পরে মুই এমন এক ফিকির বাবুকে বল্লাম যো বাবু কয়. 'বেশ বেশ রামকান্ত বেঁচে থাক্ বাপ্।'

গোলাপী। কি ফিকির?

রাম। তা তোরে আর কইতি কি—মুই বল্লাম যে মাঠাকরুণকে বল্‌ব যে বাবু আর একটা বিয়া কর্ত্তি যাচ্ছে! তা'লে কি আর মাঠাকরুণ তুদণ্ড নিচ্চিন্তি হয়ে থাকৃতি পার্ব্বে?

গোলাপী। তোমার খুব বুদ্ধি ত।

রাম। হুঁ হুঁ—মুই এখনি সেথা যাইচ্ছি। কালই বেহানে মাঠাকরুণকে বাবুর ওয়ানে নিয়ে গিয়ে বকৃশিশ আদায় করে' তবে নিচ্চিন্তি। বাবু নোক ভাল! যো কতা একবার দেয় তার লড়চড় হবার যো নেই।

গোলাপী। তবে ত ভালো। তবে কাল আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল! সেখেনে গিয়েই বিয়ে হবে' খুনি।

রাম। তা আর কৈতে আছে! আর মুই অনেক টাকা জমিইছি—

গোলাপী। মোর বিয়ের পর আর নকরি কর্ত্তি হবে না।

গোলাপী। বটে কত্ত টাকা?

রাম। তা মুই কইতি পারি না। এক মহাজনের কাছে রাথ্‌ছি। সে মোর বড় দোস্ত।

গোলাপী। বটে!—তবে আর কি তুমি এখন যাও, আমিও যাই।

কাল সকালে আমি কাপড় চোপড় নিয়ে নীলরতন বাবুর বাড়ীতে তৈরি থাক্‌ব।—নীলরতন বাবু বাসা বদ্‌লেছেন জানো ?

রাম। তুই তাঁদের চিনিস্ না কি ?

গোলাপী। চিনি বই কি ?

রাম। তবে ফিকিরটা বলে’ দিস্‌নে যেন তাদের।

গোলাপী। আঃ রাম! তাও কি হয়। আমি হব তোমার স্ত্রী।

রাম। তা নীলরতন বাবু বাসা কোতা করেছেন ?

গোলাপী। ঐ নতুন বাজারে চৌরাস্তার সম্মুখে। লোককে জিজ্ঞাসা কল্লেই বলে’ দেবে’ খুনি—ঐ রাস্তা দিয়ে বরাবর পশ্চিমে চলে’ যাও।

রাম। আচ্ছা তবে মুই যাই। মনে থাকে যেন গোলাপী।—[পরে সাদরে গোলাপীর গলদেশ ধারণ করিয়া] তবে গোলাপী ?

গোলাপী। কি ?

রাম। একটা—

গোলাপী। ছাড় ছাড় ঐ ঘাটে লোক আস্‌ছে। [রাম গলদেশ ছাড়িয়া দিল।]

রাম। তাইত—তবে মুই এখন যাই [সতৃষ্ণনয়নে গোলাপীর প্রতি বারবার চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।]

গোলাপী। কি আশ্চর্য্য! এতদিন পরে ফেরার স্বামী সঙ্গে এখেনে কি না হুগলিতে সাক্ষাৎ!—ও এখনো জানে না যে আমি ওর স্ত্রী। এখনো বলা হবে না। একটু মজা কর্ত্তে হবে ওঁরে নিয়ে। যাই ছোট দিদিমণিকে সব বলিগে যাই! ওর অনেক আগে আমি যাব ’খুনি—ওরে যে ভুল রাস্তা বলে’ দিইছি। লোকটা মূর্খমুর্খ বটে,

কিন্তু সরল ধাতুর মানুষ। ফের পেঁচ নেই। আর ও যে রকম মজেছে, ও আমার হাতের পুতুলটি হয়ে থাক্‌বে। আমিও ঐ রকম বোকা সরল লোক ভালোবাসি। তাদের বেশ খেলানো যায়। আগে বেশ একটু ঘোল খাওয়াতে হবে। তার পরে শোধ বোধ। যাই বেলা গেল।) [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা।
নির্ম্মলা, চপলা ও তাঁহাদের প্রতিবেশিনীদ্বয় প্রমদা
ও সারদা একটি বিছানায় বসিয়া তাস
খেলিতে নিযুক্ত]

চপলা। [তাস কুড়াইয়া] এবার এসত!—বিস্তি—

প্রমদা। [তাস তুলিয়া] আমারও বিস্তি—

চপলা। তোমার ও ছুটো বিস্তি রেখে দাও।—কি বড়?

প্রমদা। সাহেব বড়—

চপলা। তোমার বিস্তি পেলে না। আমার বিবি বড়।

প্রমদা। পেলাম না!—আমার যে সাহেব বড়—

চপলা। হলেই বা সাহেব বড়। সাহেবের চেয়ে আজ কাল বিবি বড়। বিশ্বাস না হয় কল্‌কাতায় গড়ের মাঠে দেখে এস গিয়ে। তোমার বিস্তি পাবে না—

প্রমদা। তোমার কথায় না কি?—আমার বিস্তি রৈল। বলে' রাখ্‌লাম কিন্তু—

সারদা। আর তক্‌রারে কাজ কি? আমার হাতে ইস্তক পঞ্চাশ।—এই দেখ [তাস দেখাইলেন।]

চপলা। [হতাশভাবে] ইস্তক পঞ্চাশ!—আচ্ছা পেলে।

সারদা। তবে ধর পঞ্জা।

চপলা। পঞ্জা ধর্ব্বে কি? ইস্তক পঞ্চাশের কাগজে পঞ্জা হয় না।

সারদা। মাইরি!—চাঁদবদনি!—ধর পঞ্জা [পঞ্জা ধরিলেন।]

চপলা। ধর্ব্বে?—ধর!—তুমিও ধর, আমিও ধরি। এস ধরা ধরি করে' তুলি [উঠাইয়া দিলেন।]

প্রমদা। এ কি ভাই জোর না কি? [পঞ্জা ধরিল।]

নির্ম্মলা। কি করিস্ চপল খেলে যা না। ধর্‌লেই বা পঞ্জা।

সারদা। দেখ দেখি!—সব রকম জ্যেঠা সওয়া যায় ভাই মেয়ে জ্যেঠা সওয়া যায় না। লেখাপড়া শিখ্‌লে সব মেয়েই এই রকম জ্যেঠা হয় নাকি?

চপলা। আচ্ছা তোমাদের পঞ্জা দিলাম। ভয়ই বা কি? আমরা ছক্কা ধর্ব্ব।

[গোলাপীর প্রবেশ।]

গোলাপী। ছোটদিদিমণি, একবার এদিকে আসুন ত একটা দরকারী কথা আছে।

নির্ম্মলা। রোস্ যাচ্ছে।

চপলা। শুনেই আসিনে কি কথা! তোমরা ততক্ষণ তাস্ দাও। [গোলাপীকে] আচ্ছা চল ঐ পাশের ঘরে [গোলাপীর সহিত প্রস্থান] [প্রমদা তাস দিতে লাগিলেন।]

প্রমদা। চপলের আর সব ভালো, কেবল একটু জ্যেঠা। মেয়েমানুষ নরম সরম না হ'লে ভালো দেখায় না।

সারদা। তারই জন্যে ত আমি মেয়েদের অমন জুতো মোজা পায়ে দিয়ে যেখানে সেখানে হেঁটে বেরোনা পছন্দ করিনে।

নির্ম্মলা। এখনও নিতান্ত ছেলে মানুষ কি না—আমার চেয়েও চার বছরের ছোট।

প্রমদা। তোমার বয়েস কত ?

নির্ম্মলা। এই ১৭ বছরে পড়িছি।

সারদা। নে ভাই আর জ্বালাস্ নে। তোর বয়স ২১ বছরের এক দিনও কম নয়। আর চপলাও ১৬ বছরের হবে। তবে দেখায় বটে ছেলে মানুষ। বয়স সকলের বাড়্‌ছে বৈ ত আর কম্‌ছে না দিদি।

প্রমদা। হ্যাঁ, আমারই বয়স প্রায় ডেড় কুড়ি হ'তে চল্লো। অথচ সারদা দিদি ত আমাকে জন্মাতে দেখেছে বল্লেই হয়।

সারদা। দেখ প্রমদা, তোর আর রঙ্গ দেখে বাঁচা যায় না। তোর বয়স ডেড় কুড়ি হোক্, দু কুড়ি হোক্, আমার বয়সের কথা তুই কস্‌নে বল্‌ছি। ছুঁড়ির আস্পর্দ্ধা দেখ না।

নির্ম্মলা। চপলা কোথায় গেল ? [হাতের তাস দেখিতে ব্যস্ত।]

[রামকান্তের প্রবেশ।]

রাম। [সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নির্ম্মলাকে] মাঠাকরুণ! পেরনাম হই।

নির্ম্মলা। [চমকিয়া] কি রাম কোথ্‌থেকে ?

প্রমদা। এ আবার কে ?

সারদা। [নির্ম্মলাকে] তোর শ্বশুর বাড়ীর লোক বুঝি।

নির্ম্মলা। হ্যাঁ। [রামকে] বাড়ীর সব ভালো ত?

রাম। ভাল ত। তবে কর্ত্তা ত রেগে একটা নতুন বিয়ে কর্ত্তি যাচ্ছে।

প্রমদা। বলিস্ কি?

সারদা। [নির্ম্মলাকে] এ ক্ষেপা না পাগল?

রাম। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া] তিনি ত আপনারে খবর দিতে চায় না। মুই আপনা থেকে আলাম। ভাব্লাম সেটা কি ভাল হয়?

প্রমদা। বলিস্ কি? বাবুর আবার বিয়ে?

সারদা। পুরুষগুলোর কি লজ্জা সরম কাণ্ড জ্ঞান নেই? কবে বিয়ে?

রাম। এই দোসরা বশেখ। বাড়ীতে ঘটা টটা হবে না। কেবল বিয়ে।

প্রমদা। পাত্রী কোথায় ঠিক হোল?

রাম। মেয়েটা ঐ পাবনা জেলায় কি বলে—ঐ এক—কে যে হাকিম আছে—হ্যাঁ হ্যাঁ মহেশ ভশ্চার্য্যির মেয়ে। মেয়েটা দেখ্তে যেন মেম।

প্রমদা। বাবু আবার বিয়ে কর্ত্তে গেলে কেন?

রাম। তাই মুই কি কর্ব্ব? কত মানা কল্লাম। বাবু শোনে না।

প্রমদা। সম্বন্ধ করে' দিল কে?

রাম। ঐ কে— [মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে] তার নামটা খেয়াল হচ্ছে না। সে সে দিন তিন ঘণ্টা ধরে' বাবুকে ভজালো। বল্লে, বাবুর এ তিন পরিবারে ত কোন নাতি পুতি হল না। কুল

রাখে কে?—মেয়েটা শুনি খুব ফরসা। বাবু তারে দেখেই পুরুত ডেকে দিন ঠিক কল্ল—এই দোসরা বশেখ।

সারদা। আজ কোন্ তারিখ। ২০এ চৈত্তির না?

প্রমদা। গায়ে হলুদ এখনো হয় নি? [নির্ম্মলাকে] তুমি দিদি কালই চলে' যাও। কথাটা ত ভালো নয়!

নির্ম্মলা। আমি নিজে থেকে প্রাণ গেলেও সেখেনে যেতে পার্ব্ব না। আমি গলায় দড়ি দেব। আত্মহত্যা কর্ব্ব।

প্রমদা। তা স্বামীর বাড়ী ত নিজের বাড়ী। নিজে থেকে গেলেই বা?

সারদা। তা'ও কি হয়! সেই যে ছবি পাঠানো হইছিল? তাই দেখেই বা রেগে মেগে বিয়ে কর্ব্বার মতলব করেছে—কে জানে?

[চপলার প্রবেশ।]

নির্ম্মলা। দেখ্ দিখি চপল তুই কি কর্ত্তে কি কল্লি! সেই ছবি পেয়ে উনি আর এক বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছেন। এই চাকর নিজে থেকে খবর দিতে এয়েছে। তুই ত সব গোল পাকালি ভাই। ক্রন্দনোপক্রম।]

সারদা। জানি ও সব ইস্কুলে পড়া মেয়েদের সবই বিদ্ঘুটি।

প্রমদা। একটু পড়তে শিখে ভাবে যেন সংসারে সব জানে। তুইই ত ভাই এই গোলটা পাকালি।

চপলা। [সস্মিতমুখে] তুমি কিছু ভেবনা দিদিমণি; কিছু গোলোযোগ হইনি। [রামকে] তোমার নাম রামকান্ত?

রাম। এজ্ঞে!

চপলা। কে আছে এখানে, পুলিস ডাক। শীঘ্যির পুলিস ডাক।

রাম। [সভয়ে] এজ্ঞে বাবু বিয়ে কর্ত্তি যাচ্ছে ত মুই কি কর্ব্ব ?

চপলা। আমাদের সঙ্গে চালাকি! তোমার নাড়ী নক্ষত্র সব জানি। তোমার আদত নাম বেচারাম—নয় ?

রাম। [সভয়ে] এ—এজ্ঞে। কেমনে জান্‌লে ?

চপলা। এত দিন ফেরার হয়ে নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়ে ছিলে, বটে! তার ওপর আমাদের কাছে মিছে কথা ?—বাবুর বিয়ে না ? পুলিস ডাক বল্‌ছি কেউ। ফেরারী আসামী পাওয়া গিয়েছে, ছাড়া হবে না। রোস, তোমায় চপ্‌ করে' খাব। এই কে আছে একে বাঁধ, আর পুলিস ডাক।—বাবুর বিয়ে ?

রাম। [কম্পিত দেহে সরোদন স্বরে] এ— এজ্ঞে—না—না—মুই সত্যি বল্‌ছি। মোরে পুলিসে দিও না।

চপলা। এক্ষনি বল্‌। বাবুর বিয়ে ?

রাম। এজ্ঞে না।

চপলা। তবে এক্ষনি মিথ্যে বল্‌ছিলি কেন ?

রাম। এ—এজ্ঞে—বাবু বল্‌তি বলে' দিইছিল।

চপলা। তোরে এখানে কে পাঠিয়েছে ?

রাম। এ—এজ্ঞে বাবু।

চপলা। কেন ?

রাম। মা ঠাকুরুণকে নিতি। বাবু কয়ে দিল যে তোর মা ঠাকুরুণকে ছল করে' নিয়ে আস্‌তে পারিস্‌, যাতে মাঠাকুরুণ না জান্তি পারে যে বাবুই তারে আস্তি নোক পেঠিয়েছে ? মুই বল্লাম, না বাবু মুই মিথ্যে কইতি পার্ব্ব না। আর মাঠাকুরুণের সাথ চালাকি কি কর্ত্তি পারি, তা বাবু ছাড়ে না। (মুই দ্যাখলাম, রাম মাল্লেও

মরিছি, রাবণ মাল্লেও মরিছি। কি করি? বাবু যা বল্লে, তাই কর্ত্তি রাজি হলাম।

চপলা। [নির্ম্মলাকে] নেও দিদিমণি হল!

নির্ম্মলা। [প্রসন্ন] বটে! আমার সঙ্গে এত দূর চালাকি, তাকে একটু জব্দ কর্ত্তে পারিস্ চপল?

প্রমদা। (তা'লে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয় বটে।)

চপলা। সে ভার আমার। তাঁকে বেশ তুই এক চুবনি দেওয়া যাবে 'খনি! [রামকে] দেখ্ তোর মুনিবের সঙ্গে একটু তোর চালাকি খেল্‌তে হবে।

রাম। মুনিবের সাম্‌নে মুই মিথ্যে কইতি পার্ব্ব না।

চপলা। ভারি সত্যবাদী! তোর মাঠাক্‌রুণ সাক্ষাতে সটাং মিথ্যে বল্লি—আর বাবুর সাক্ষাতে মিথ্যে বল্‌তে পারিস্ নে!—নইলে পুলিসে দেব, মনে থাকে যেন।

রাম। [পুনর্ব্বার কম্পিত] এজ্ঞে তবে যা কর্ত্তি কও তাই কর্ব্ব।

চপলা। আচ্ছা কি বল্‌তে হবে, পরে বল্‌ব 'খন। এখন যা!

রাম। [যাইতে যাইতে] গোলাপীর শেষে এই কাজ। এখেনে এসে সব কথা ফাঁস করে' দিয়েছে। আগে তার সাথে দেখা হোক্। পরে তার সাথে বুঝোপড়া আছে।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। [চপলাকে] কি করে' জব্দ করা যায়?

চপলা। ব্যস্ত হও কেন? দেখোনা তোমার সামনেই তাঁরে বেশ ঘোল খাওয়াব, আর ভেড়া বানাব।

[পটক্ষেপ।

পঞ্চম দৃশ্য।

[স্থান—কৃষ্ণনগরে গোবিন্দের শয়ন-ঘর।
কাল—প্রথমরাত্রি। গোবিন্দ একটা টুলের উপর
বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।]

গোবিন্দ। রামা বেটার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না যে। বেটা রাস্তায় নিশ্চয় মরেছে। সত্যি সত্যিই স্ত্রীর জন্যে আমার মনটা কেমন কচ্ছে। ইন্দু আজ আবার চিঠি লিখেছে যে, তার আবার হঠাৎ জ্বর বিকার হইছিল তবে বাঁচ্‌বার আশা এখনও আছে। সত্যি না কি! যাহোক্ তাহোক, সে এলে বাঁচি। একবার নিজেই যাব নাকি!

[বালকবেশে চপলার প্রবেশ।]

গোবিন্দ। কে হে ছোকরা, কথাবার্ত্তা নেই, তুমি যে একেবারে হন্ হন্ করে' শোবার ঘরের মধ্যে চলে' আস্‌ছ।

চপলা। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া একবারে কোণে গিয়া ছাতি রাখিয়া বিছানায় উপবেশন] এঃ জুতোটা ভারি আঁটো হয়েছে। এই কে আছিস্— জুতোটা খুলে দেত—আপনার নাম গোবিন্দ বাবু! ভদ্রলোক এল, পান আস্তে বলুন না। না, আমি তামাক খাইনা। উঃ! ক্ষিদেও পেয়েছে। এখেনে কে আছে? ঝি, ও ঝি!

[ঝির প্রবেশ।]

চপলা। দেখ্, এক সের খুব ভালো সন্দেশ, এক পোয়া বাদামতক্তি—যেন পচা না হয়—বাজারের কচুরি আমি খাই না।

ঠাকুরকে বল্ যে, শীগ্‌গির খান কুড়িক লুচি ভেজে এনে দেয়। শীঘ্রির চাই। আর আট পয়সা গোলাপী খিলি। [গোবিন্দকে] ঘরে বোধ হয় ভালো আঁব নেই? গোটা দুই ভালো নেংড়া পাস্ যদি নিয়ে আসিস্।—নতুন উঠেছে টাকায় চারটে করে'—শীঘ্রির নিয়ে আয়। [গোবিন্দকে]—একটা টাকা দেন ত। বাঃ! এই বালিসের নীচে টাকা রয়েছে যে। এই নে [বলিয়া একটা টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন।]

ঝি। এ আবার কে রে? বাবুর সম্বন্ধি বুঝি। [টাকা লইয়া প্রস্থান।]

চপলা। আপনার বাড়ীটি ত বেশ। ক'টা ঘর? খাসা বারান্দা আছে দেখ্‌ছি। [উঠিয়া পরিভ্রমণ] বাঃ খাসা খোলা ত। দক্ষিণ দিক এইটে না! এখেনে একটা জানালা বসিয়ে নেবেন।)

গোবিন্দ। [তিনি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বালকবেশী চপলাকে দেখিতেছিলেন, এখন বাক্যযন্ত্র পরিচালনাক্ষম হইয়া কহিলেন] আ—আপনার নাম?

চপলা। (পশ্চিমদিকেও ছোট একটু বারান্দা আছে দেখ্‌ছি। ওটা কি? বাজার না? এখেন থেকে কলেজ কত দূর? কি?) আমার নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। আমার নাম শ্রীহৃদয়নাথ চৌধুরী—

গোবিন্দ। [স্বগত] চেহারা দেখেও নামটা হৃদয়নাথ হৃদয়নাথ বলেই বোধ হচ্ছে। বেশ মোলায়েম চেহারা খানি।

চপলা। (আপনি বোধ হয় আমার মাথায় এত বড় পাগড়ি দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছেন। এ পাগড়ি স্বয়ং আকবর সা—আকবর সার নাম অবশ্যই শুনেছেন—তিনি নিজের হাতে আমার প্রপ্রপ্রপ্রপ্র পিতামহকে

কটা ‘প্র’ হলো! ৬টা ত? তা’লেই হয়েছে—অর্থাৎ আমার এক পূর্ব্বপুরুষকে দিয়ে যান। তার পর ১৭০৭ সালে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ আমার প্রপ্র পিতামহের কাছে থেকে রামনগরের যুদ্ধে তাঁরে হারিয়ে এটা কেড়ে নেয়। পরে আর এক যুদ্ধ হয়—সেটা বুঝি রাবণপুর—সেখেনে তিনি আলিবর্দ্দিকে হারিয়ে এটা ফিরে পান। তার পর থেকে এ পাগড়ি বরাবর আমাদের বাড়ীতে আছে। একবার নবাব খাঞ্জা খাঁর এটির প্রতি লোভ হয়। তা নিতে পারেন নি।—আমার প্রপিতামহ রাজা প্রচিন্দিন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে প্রতাপগড়ে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাতে তিনি হটে’ যান। একটা গুলি তাঁর ডান চোখে লাগে, তাতেই তিনি কাণা হয়ে যান। বোধ হয় জানেন, নবাব খাঞ্জা খাঁর এক চোখ কাণা ছিল।

গোবিন্দ। [অন্যমনস্কভাবে] না, সেটা আমি অবগত নই।

চপলা। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। এক বেগম তিনি আমার পিতামহ ৺রামরতন চৌধুরীকে দিয়ে যান। আর একটি বেগমের বিষয় ইতিহাসে কিছু লেখে না।—বাঃ! পান সাজা রয়েছে যে—তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়। না, আপনার উঠতে হবে না—আমিই হাত বাড়িয়ে নিচ্ছি। [একটি পান লইয়া চর্ব্বণ] বাঃ! সর্ব্বৎও রয়েছে—পানটা আগে খেয়ে ফেল্লাম! আমার বাড়ী কোথায়, তা জান্তে বোধ হয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। সে শুন্‌লে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। আমার জন্ম হয় ম্যাড্যাগাস্কার দ্বীপে। ম্যাডাগাস্কার কোথায় জানেন? ইটালি বলে’ সে একটা সহর আছে, তারই ঠিক একবারে ধারে। উত্তর দিকে।—না না, উত্তরপশ্চিম কোণায়। সেখেন থেকে দেখা যায়। আমার রং তাই এত ফর্সা। সেখানে আমার মা প্রতি

বছর একবার করে' যান। সেখেনে এখনও আমাদের একটা বাড়ী আছে।

গোবিন্দ। কিন্তু এ দীনের বাড়ীতে হঠাৎ—

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! এখেনে এইছি কেন? কেন' তাতে আপনার আপত্তি আছে? আপনার কাছে একটু প্রয়োজন আছে। বল্‌ছি—হাঁফ জিরিয়ে নেই আগে। যে ঘুরিছি আজ! কোথায় কৃষ্ণনগর, কোথায় হুগলি।—আপনার শ্বশুরবাড়ী হুগলি না? আমি সেখেন থেকেই আস্‌ছি। আপনার শ্বশুর আমাদের তালুকদার. তা বোধ হয় জানেন?

গোবিন্দ। না, সেটা এত দিন জানা ছিল না।

চপলা। বাবা আমায় জমীদারী কাজ শেখাবার জন্য বলেছেন যে, আমায় নিজেই খাজনা আদায় কর্ত্তে বেরোতে হবে—তাই আমি বেরিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য দেশ দেখে বেড়ান. আর আপনার মত দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা। বাবা ভারি কড়া লোক। খাজনা কারও বাকি থাক্‌বার যো নেই। বাকি হইলেই ডিক্রি জারি। আপনার শ্বশুরালয়ে খাজনা আদায় কর্ত্তে গিইছিলাম। তা কাল সেখেনে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে সব খাজনা বকেয়া রয়ে গেল। বাড়ীতে এমন দুর্ঘটনা, কি করেই বা খাজনা চাই? কিন্তু এক হপ্তা পরে আবার যেতে হবে। তখন আপনার শ্বশুর খাজনা দিতে না পাল্লে আমার তাঁর নামে ডিক্রিজারী কর্ত্তে হবে। বাবার ভারি কড়াক্কড় হুকুম। কি কর্ব্ব বলুন!

গোবিন্দ। [উৎকণ্ঠিত স্বরে] তাঁর বাড়ীতে কি দুর্ঘটনা হয়েছে বল্‌তে পারেন?

চপলা। তা ঠিক জানিনে। তাঁর একটি মেয়ে মারা গিয়েছে শুন্‌ছি।

গোবিন্দ। এ্যাঁ—কোন্‌টি?

চপলা। তা জানিনে? বড়টি কি ছোটটি। যেটির বিকার হইছিল।

[ঝির জলখাবার লইয়া প্রবেশ]

চপলা। (এই যে জলখাবার এয়েছে। ঝি, এক গেলাস জল। [ঝির প্রস্থান] এখেনে বরফ পাওয়া যায় না? তা হোক্ [আহারান্তে] কিছু মনে কর্ব্বেন না। বাঃ এখেনে খাসা জলখাবার পাওয়া যায় ত। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপূরিয়া ফরমাজ না দিলে ভালো পাওয়া যায় না শুনিছি। সঙ্গে দু' হাঁড়ি নিয়ে যেতে হবে যাবার সময়। আজ আমি এখেনে থাক্‌ব, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।—আপনার বাড়ীটা আর একটু রাস্তার ধারে হ'ত ত খেতে খেতে রাস্তার লোকের যাতায়াত দেখা যেত। ওটা দেখ্‌তে আমি বড় ভালো বাসি। [আহার শেষ করিয়া সর্ব্বৎ পান করিয়া পান খাইয়া বিছানায় শয়ন] আঃ বাঁচা গেল। আমি এই খাটেই শোব'খুনি। আপনি অন্যত্র শোবেন। আপনি ভারি ভদ্রলোক দেখ্‌ছি। আপনার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কেন? আপনার শ্বশুরের নামে ডিক্রীজারি করা বাবার কড়া হুকুম না হলে সেটা রহিত কর্ত্তাম।) আচ্ছা দেখুন, আপনার খাতিরে না হয় এক মাস কাল অপেক্ষা কর্ত্তে পারি। তাঁদের বাড়ীতে দুর্ঘটন—আর আপনার মত ভদ্রলোকের শ্বশুর। না, মেয়েটি বুঝি মরে নি। তবে মরমর বটে।

গোবিন্দ। (সাগ্রহে) তবে এখনও বেঁচে আছে!

চপলা। হাঁ—মরার দাখিলই। কলকাতার নয়ন চাঁদ সার্ব্বভৌমকে চেনেন! সে ভারি মস্ত কবিরাজ। সে একবার তিন কিলে পিলে আরাম করে' দিইছিল। আবার একদিন চুণোগলির এক ফিরিঙ্গি রাগে তার স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেছিল। পরে রাগ পড়লে নয়নচাঁদ সার্ব্বভৌমকে নিয়ে এল। তিনি মাথাটা কুকুর দিয়ে খাওয়ালেন—অমনি আরাম—গোর দিতে হলো না তিনি নাকি এক সাপে কামড়ানর ওষুধ বার করেছেন যে, সাপে কাউকে কামড়ালে সে ওষুধটা সাপের মাথায় যে দেওয়া, সেই সব আরাম।

গোবিন্দ। [সবিস্ময়ে] বলেন কি!

চপলা। আমার ঠাকুর্দ্দাকে একবার একটা বাঘে কামড়িছিল। সমস্ত ধড়টা খেয়ে ফেলেছিল। নয়ন চাঁদ কবিরাজ এল, এসে একটা গরুর ধড় লাগিয়ে বেঁধে কি ওষুধ লাগিয়ে দিল, অমনি জোড়া লেগে গেল। আমার ঠাকুর্দ্দা দিন গেলে বরাবর এক সের দেড় সের করে' দুধ দিয়ে এয়েছেন।

গোবিন্দ। না না, তাও কি হয়!

চপলা। আশ্চর্য্য! যার কাছে এটা বলেছি, সেই অবিশ্বাস করেছে; কিন্তু হিন্দুভৈষজ্য শাস্ত্রে কি সব আশ্চর্য্য ওষুধ আছে, তার ত খোঁজ রাখে না।

গোবিন্দ। বটে! যে বাঘটা খেইছিল সে বাঘটা কত বড়?

চপলা। সে বাঘটা ৩০ ফুট লম্বা আর পৌনে দশ ফুট উঁচু। ঠাকুর্দ্দা—সেটাকে যে গুলি মেরেছিলেন, তাতেই ওছট মেরে পড়ে' গিয়ে ধরা পড়িছিল। এখন সেটা কলকাতায় চিড়িয়াখানায় আছে। ঢুক্‌তেই ঠিক ডান দিকে।

গোবিন্দ। তবে সে কবিরাজকে আনালে হয়!

চপলা। তা হ'ত। কিন্তু তাঁকে ত আর পাবার যো নেই। তিনি হাওয়া বদলাতে এরাকানে গিয়েছেন। [শিষ দিলেন] [বেগে রামকান্তের প্রবেশ ও ভূমিতে লুণ্ঠন। [চপলার প্রস্থান।]

রাম। [ক্রন্দন স্বরে] বাবু কি হবে! কি হবে!

গোবিন্দ। [ব্যগ্রভাবে] কি! কি!

রাম। মোর গিন্নী ঠাক্‌রুণ—ওঃ—[সুদীর্ঘ নিশ্বাস]

গোবিন্দ। গিন্নী ঠাক্‌রুণ কি?—জ্বরে মারা গিয়েছে বুঝি? ওঃ! যা ভেবেছি তাই। ওগো তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো! [ভূতলে পতন]

রাম। জ্বর টর রোগ টোগ কিছু হইনি গো, রোগ ত তার ছোট বোনটির—মোদের গিন্নী ঠাক্‌রুণ—বাবারে—কি হলরে!—

গোবিন্দ। কি হল, বল্ না শীঘ্যির খুলে।

রাম। তাঁর শরীর ত বেশ ছিল—কিন্তু

গোবিন্দ। কিন্তু কি?

রাম। যেদিন আপনার বিয়ের কথা মিছে করে' বলি গো, মিছে করে' বলি—সে দিন—ওঃ—

গোবিন্দ। সে দিন কি?

রাম। তাঁর শোবার ঘরে রাতে দুয়োর দিয়ে, আফিঙ গুলে—

গোবিন্দ। খেলে বুঝি! [বসিয়া পড়িয়া] ওগো আমার কি হবে গো! কেন মিছে করে' বল্‌তে বল্লাম—

রাম। এজ্ঞে না। আফিঙ খায়নি।—তবে—

গোবিন্দ। [উঠিয়া] খাইনি। আবার তবে কি?

রাম। আফিঙ গুলে' খানিক ভেবে চিন্তে' সেটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল।

গোবিন্দ। তবু ভালো। অমন করে' বলে? ভয়ে আত্মাপ্রাণী শুকিয়ে গিইছিল। [উঠিয়া গা ঝাড়িলেন।]

রাম। কিন্তু—

গোবিন্দ। আবার 'কিন্তু' কি?

রাম। সে ঘরে আড়ায় চারগাছ লম্বা দড়ি ঝুল্‌ত। যা'তে বিছানা তোলা থাক্‌ত গো বিছানা তোলা থাক্‌ত—

গোবিন্দ। সে দড়ি কি হয়েছে?

রাম। সে দড়িগুলো খুলে নিয়ে এক সঙ্গে লম্বা করে' বেঁধে—উঃ হুঃ হুঃ—

গোবিন্দ। গলায় দড়ি দিল বুঝি? [বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন।]

রাম। এজ্ঞে না গলায় দড়ি দেই নি—

গোবিন্দ। এঁ্যা—দেই' নি? [উঠিয়া] তবে কি হল শীঘ্রির বল্।

রাম। সেই দড়িগুলো এক সঙ্গে বেঁধে, তার সিন্দুক পেট্রাতে কাপড় গহনা পত্তর পুরে, সে গুলো ত কষে' দড়ি দিয়ে বাঁধল। তার পর সে গুলো নৈহাটি ইষ্টিশনে একখানা গরুর গাড়ী করে' কখন যে পাঠিয়েছে কেউ জান্তি পারি নি গো—

গোবিন্দ। অ্যাঁ—[বসিয়া পড়িলেন।]

রাম। তারপরে সেই যে এক বকা ছোঁড়া তাদের বাড়ী থাক্‌ত—তার চেহারাখানা বড় ভালো গো, চেহারাখানা বড় ভালো।—তার সঙ্গে একবারে—উঃ হুঃ হুঃ হুঃ—বাবারে—

গোবিন্দ। নিরুদ্দেশ বুঝি? তোরা পিছু পিছু ইষ্টিশনে যেতে পাল্লিনে?

রাম। যাইনি কি? উঃ—ভদ্দর লোকের ঘরে—

গোবিন্দ। গিয়ে দেখ্‌লি যে তারা নেই? ওঃ! যা ভেবেছিলাম তাই।—সে হতভাগা ছোঁড়ার চেহারা দেখেই খারাপ মতলব টের পেইছি। [ক্রন্দন।]

রাম। এজ্ঞে না। মোরা ইষ্টিশনে গিয়ে দেখি, মাঠাকরুণ রেল গাড়ীতে উঠ্‌লেন।

গোবিন্দ। এঁ্যা—তোরাও উঠ্‌তে পাল্লি নে?

রাম। —এ-এজ্ঞে উঠেই ত মাঠাকরুণকে সঙ্গে করে, নিয়ে আলাম। এই যে মাঠাকরুণ আপনিই আস্‌ছে। [এক দিক দিয়া রামকান্তের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া নির্ম্মলার প্রবেশ।]

নির্ম্মলা। [মাটিতে পড়িয়া] ওগো! আমার স্ত্রী কোথায় গেল গো! যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে গো—[উঠিয়া] একবারে যে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে? আন্‌তে লোক না কি পাঠাবে না বলিছিলে?

গোবিন্দ। [স্বগত] একি সত্যই গৃহিণী স্বয়ং উপস্থিত, না স্বপ্ন দেখ্‌ছি? স্বপ্নে মতিভ্রমতি কিম্ন্বিদমিন্দ্রজালম্‌। সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি। সব রামা বেটার বজ্জাতি দেখ্‌ছি। (ছোকরাটা গেল কোথায়? রামা বেটাই বা গেল কোথায়? [প্রকাশ্যে] তা এ দীনের বাটীতে যে ভবদীয় ব্যক্তির ন্যায় মহতের পদার্পণ হয়েছে—সে আমার ন্যায় হীন জনের পরম সৌভাগ্য! তবে এ ষড়্‌যন্ত্র কেন?)

নির্ম্মলা। তুমিই বা কম করিছিলে কি? তোমার বিয়ে না? কবে? আমরা বরণ টরণ কর্ত্তে এলাম। বৌ কৈ গো!

গোবিন্দ। পাত্রীটি হঠাৎ মারা গিয়েছে।

নির্ম্মলা। বটে!—তোমায় দেখে আতঙ্কে না কি?

গোবিন্দ। [স্বগত] আর চালাকিতে কাজ কি? কার কত দূর দৌড় দেখা গিয়েছে। [প্রকাশ্যে] আমারই হার! তোমার জিত। হলো? এই যে ইন্দু যে, আবার ইটি কে?

[ইন্দুভূষণ ও স্ত্রীবেশে চপলার প্রবেশ।]

ইন্দু। তা গোবিন্দ বাবু ঠিক বলেছেন। প্রেমের পাশাখেলায় রমণীদের চিরকালই জিত। এখন আপনার সঙ্গে—আমার নবোঢ়া বুদ্ধিমতী সুন্দরী পত্নী ও আপনার শ্যালিকা চপলা দেবীর আলাপ করে' দেই। চপলা! ইনিই গোবিন্দ বাবু—গোবিন্দ বাবু! ইনিই চপলা। কেমন গোবিন্দ বাবু, আমার স্ত্রীটি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী কি না?

গোবিন্দ। [অন্যমনস্ক ভাবে] হ্যাঁ, সুন্দরী বটে। কিন্তু ওঁর বুদ্ধিমত্তার এখনও পরিচয় পাইনি।

ইন্দু। পেয়েছেন বৈ কি? এখনই যিনি এই বিছানার উপরে হৃদয়নাথ চৌধুরী রূপে অধিষ্ঠিত হইছিলেন, তিনি ইনি ভিন্ন আর কেউ ন'ন।

গোবিন্দ। [যেন আকাশ হইতে পড়িয়া] এঁ্যা—ইনি কি এঁর, সহোদরা! একটু মাংসটী বিভাগ করে' নিলে হত না।

ইন্দু। এ দাস তাঁর আজ্ঞাবহ। তাই তাঁর আজ্ঞাক্রমে আমি আপনাকে যথাক্রমে দুইখানি অলীক সংবাদপূর্ণ পত্র লিখেছি। মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

চপলা। স্বামী! তোমার বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়ে থাকে যদি, তবে আমার তিনটি প্রার্থনা আমার ভগ্নীপতির সম্মুখে জ্ঞাপন করি।

গোবিন্দ। আজ্ঞা করুন। গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ণদ্বয় উচ্চ করিয়া আছেন।

চপলা। প্রথমতঃ নিবেদন—আপনি—আপনার ভার্য্যা অর্থাৎ মন্তগ্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করুন। কারণ, আমি শপথ-সহকারে বল্‌ছি যে, তিনি আপনার সতী সাধ্বী ও অনুরক্তা স্ত্রী।

গোবিন্দ। তথাস্তু। তবে—

চপলা। [কর্ণপাত না করিয়া] দ্বিতীয়টি এই যে, আপনার বিশ্বাসী ভৃত্য রামকান্তের সম্প্রতি অভৃত্যোচিত ব্যবহার মার্জ্জনা করুন।

গোবিন্দ। তথাস্তু। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

চপলা। তৃতীয়তঃ, আমাদের বন্ধু শ্রীশরৎকুমার হালদারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। [উচ্চৈঃস্বরে] রামকান্ত ওর্ফে বেচারাম, আর গোলাপী ওর্ফে শরৎকুমার।

[রামকান্তের ও গোলাপীর প্রবেশ।]

চপলা। ইনিই উক্ত শরৎকুমার হালদার, আসল নাম গোলাপী, এ রামকান্তের বহুদিন পূর্ব্বে পরিণীতা ভার্য্যা।

গোবিন্দ। রামা! সত্যি?

রাম। এজ্ঞে, মুনিবের সাম্‌নে কি মিথ্যে কইতি পারি—ইনিই মোর ইষ্টদেবতা।

গোবিন্দ। পারিস্‌নে বটে?—তবে এতক্ষণ কি হচ্ছিল? বেটা আমার সঙ্গে চালাকি?—লাঠিগাছটা গেল কোথা!

চপলা। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। আর, কাকেও সাজা দিতে হয় ত আমাকে দেন।

গোবিন্দ। শ্যালিকার চিরকালই সাত খুন মাফ! (আমি যদিও

স্বভাবতই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি', তথাপি দরকার হলেই তক্ষণই আবার 'মৃদুণি কুসুমাদপি' হ'তে পারি।

চপলা। গোবিন্দ বাবু স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে নিজে মোটা হওয়া যদিও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার লক্ষণ বলে' আমার বোধ হয় না, তবে আমাদের বিশ্বাস আপনার নবোঢ়া স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা আছে—সেটা প্রকাশ কর্ত্তে লজ্জিত হবার কোন কারণ দেখিনে। স্ত্রী অভিমান করে, স্বামীর কাছে আদর প্রত্যাশা করে বলে'—স্বামীর কর্ত্তব্য নয়, যে অভিমানকে পায়ে ঠেলা। দুর্ব্বল রমণীজাতির অভিমান আর অশ্রু ছাড়া আর কি প্রহরণ আছে ?

গোবিন্দ। কেন ? সম্মার্জ্জনী। [নির্ম্মলাকে] কি বল ?

ইন্দু। সে উনি আপনাকে নেহাইৎ আপনার লোক বলেই মারেন—নইলে আমাকে ত আর মার্ত্তে যাননি—

গোবিন্দ। [নিম্নস্বরে, মস্তক-কণ্ডূয়নসহকারে] কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাত্রাটা বেশী হয়ে যায় যে—

নির্ম্মলা। কোন্ শালী আর তোমাকে ঝাঁটার বাড়ি মারে !

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম্ম !—মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘা দিও ! সেটা যে মৌতাত হয়ে গিয়েছে। অমন সঞ্জীবনৌষধিরস নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দজ জিনিষ ছাড়্তে আছে ?

চপলা। তবে এখন এই বিরহের পালা শেষ করা যাক্—

ইন্দু। রাধিকার বিরহ নিয়ে কত কবিতা নাটক ছড়া হলো, কিন্তু এ বিরহটির বিষয় কেউ লেখে না,—এই দুঃখ। দেখি, যদি কেউ এই বিষয়ে একখান নাটিকা লিখ্তে স্বীকার হয়।

চপলা। তবে এখন মঙ্গলাচরণ করে’ আপাততঃ পালাটা শেষ করাই বিধেয়।

[সকলের গীত]

(সুর বাউল)

পুরোনো হোক ভাল হাজার   হায় গো এমনি কলির বাজার ;
মাঝে মাঝে নতুন নতুন নৈলে কারো চলে না।
নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার   বল ভালো লাগে কাহার ?
আমার ত তা দু’দিন পরে গলা দিয়ে গলে না।
দু চার বর্ষ হ’লে অতীত   চাষার জমি রাখে পতিত ;
নইলে সে উর্ব্বরা হলেও বেশী দিন আর ফলে না।
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই   প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই ;
যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও কেউ কিচ্ছুই বলে না ?
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল   ডাকে যেন কুকুর শেয়াল,
প্রত্যহ অপ্সরা দেখ্‌লেও তাতে মন টলে না।
এক স্ত্রী নিয়ে হ’লে কারবার,   জ্বালিয়ে নিতে হয় দু’চারবার—
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

[যবনিকা-পতন।]

ARY PUBLIC LIBRARY